ট্রায়ালে কয়েক হাজার রোগীকে প্রথম ক্যান্সার টিকা দিচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন

সারে-জমিন

ক্লাস শুরু হতে বাকি, তালশাঁস বিক্রি খুদেদের

রূপসী বাংলা

বেকায়দায় পড়া এরদোগান কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন

সম্পাদকীয়

রাসূল সা. যেভাবে হাজিদের সেবা করতেন

দাওয়াত

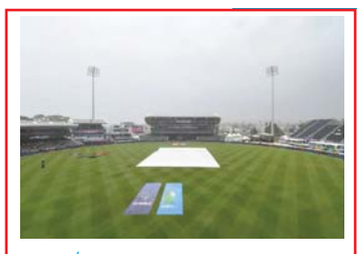

স্কটল্যান্ডের সঙ্গেও বদলায়নি ইংল্যান্ডের না জেতার রেকর্ড

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৬ জুন, ২০২৪
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৮ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 153 ■ Daily APONZONE ■ 6 June 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php



উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

# আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

## মেডিকেলে এবার ৭০০ পার

MARKS 715 AIR 187

Md Aftabuddin

MARKS 710 AIR 360

Md Modassir Rahaman

MARKS 710 AIR 531

Rizwanullah

MARKS 705 AIR 875

Md Ramij Reja

MARKS 705 AIR 902

Samim Ahmed Gazi

MARKS 705 AIR 1054

Mohasina khatun

MARKS 705 AIR 1153

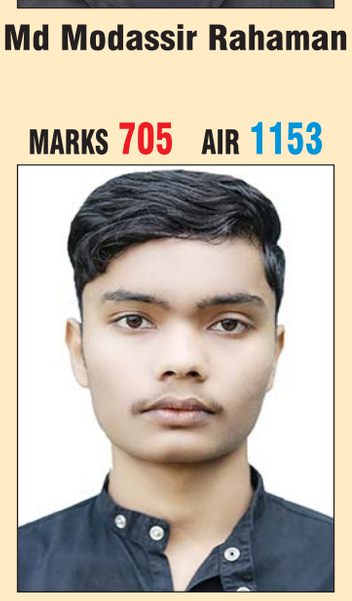

Danish Sugandh

MARKS 702 AIR 1441

Ali Hossain Mondal

MARKS 700 AIR 1958

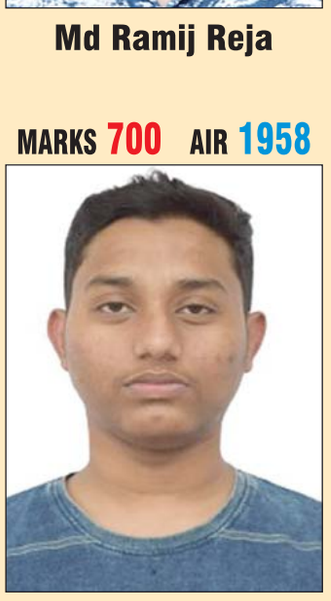

Arij Islam

MARKS 700 AIR 1969

Rubel Ahamed

MARKS 700 AIR 2332

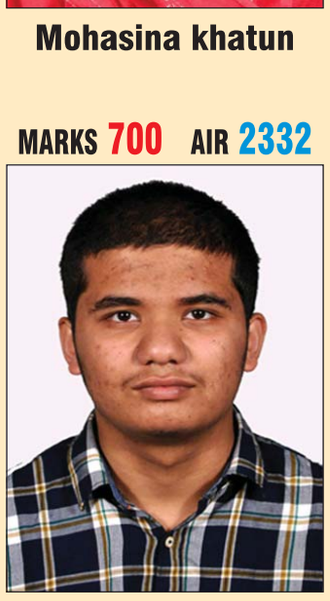

Md Sahid

### নিট (ইউজি) ২০২৪
সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক

৬৮৫ নম্বর এবং তার ওপর ৪২

৬৬৫ নম্বর এবং তার ওপর ১১৮

৬৪৫ নম্বর এবং তার ওপর ২৬৮

৬২৫ নম্বর এবং তার ওপর ৪৬২

৬১৫ নম্বর এবং তার ওপর ৫৮৩

৬০০ নম্বর এবং তার ওপর ৭২৯

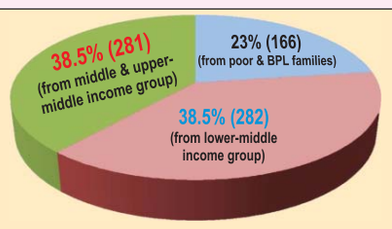


MARKS 696 AIR 2534

Mir Mohammad Sharif

MARKS 695 AIR 2805

Sk Abdullaha

MARKS 695 AIR 2910

Mustakim Sekh

MARKS 695 AIR 3020

Hasnain Parvez Rumo

MARKS 695 AIR 3235

Fatemul Hazari

### জেলাভিত্তিক সাফল্য
৬০০ মার্কসের মধ্যে

| | |
|---|---|
| মুর্শিদাবাদ | ২২০ |
| মালদা | ১১৮ |
| দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ৫৫ |
| বীরভূম | ৫৬ |
| নদিয়া | ৫৩ |
| বর্ধমান | ২৭ |
| উত্তর ২৪ পরগনা | ৩৮ |
| হাওড়া | ২৩ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | ৩০ |
| হুগলী | ১৭ |
| উত্তর দিনাজপুর | ২১ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | ২১ |
| বাঁকুড়া | ১৩ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | ১১ |
| কলকাতা | ১১ |
| কোচবিহার | ৪ |
| পুরুলিয়া | ৩ |
| জলপাইগুড়ি | ২ |
| আলিপুরদুয়ার | ২ |
| অন্যান্য | ৪ |
| মোট | ৭২৯ |

ভর্তির বিজ্ঞাপন তিনের পাতায়

## প্রথম নজর

### নিট-এ আল আমিন মিল্লি মিশনের ভাল সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হটুগঞ্জ

**আপনজন:** ২০২৪ এ নিট পরীক্ষায় আল আমিন মিললি মিশনের অভাবনীয় সাফল্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনার হটুগঞ্জের অবস্থিত আল-আমিন মিল্লি মিশন অল্পদিনের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ভালো ফলাফলের সাথে সাথে সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় ১০ জনের মধ্যে চারজন দারুন ফল করেছে। এক নম্বর আমানাতুল্লা শেখ ৬৪৩ পেয়েছে। দু'নম্বর তৌফিক মোল্লা ছয়স কুড়ি পেয়েছে। তিন নম্বর আমিরুল হাসান ৬১৫ পেয়েছে। চার নম্বর সমিরুল মোল্লা ৬১৪ পেয়েছে। এই ফলাফলে মিশনের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল গাফফার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ আব্দুল ওহাব ও জিডি স্টাডি সার্কেলের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ নুরুল হক সাহেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত ও উল্লোষিত সেইসঙ্গে নীট উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে দোয়া ও মোবারক বাদ দেন।

### মালদায় গণির দুর্গ অটুট রাখলেন ভাইপো ঈশা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

**আপনজন:** মালদাতে বরকত সাহেবের দুর্গ অটুট রাখলেন দক্ষিণ মালদার বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী। বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে বিশাল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে মালদা দক্ষিণ আসনে এবারও কংগ্রেসের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন তিনি। তাই ইশা খান চৌধুরী এই জয়ে আনন্দে মেতে উঠলেন কংগ্রেস দলের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে পূর্ণাঙ্গ ফল প্রকাশের পর কয়েক ঘন্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার সাত সকালে ইশা খান চৌধুরীকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাতে কংগ্রেস নেতাকর্মীরা হাজির হলেন কোতুয়ালি ভবনে। দলের জয়ী প্রার্থীর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে মুখ মিষ্টি করে সকলে মিলে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানালেন দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস প্রার্থীকে।

# ভগবানগোলায় উপনির্বাচনে জয়ী রেয়াতকে সংবর্ধনা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

**আপনজন:** মঙ্গলবার রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হয়। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা বিধানসভার বিধায়ক ইদ্রিশ আলী মাস কয়েক আগে প্রয়াত হওয়ার পর ভগবানগোলা বিধানসভা আসনটি খালি হয়। সেখানে লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বিধানসভার উপনির্বাচন করা হয় গত ৭ই মে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী হন স্থানীয় ভূমিপুত্র জেলা পরিষদ সদস্য তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ রিয়াত হোসেন সরকার। অন্যদিকে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন আঞ্জু বেগম। কংগ্রেস প্রার্থীকে ১৫ হাজার ৬১৭ ভোটে পরাজিত করেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকার। তিনি ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯৬ টি ভোট পান। বুধবার সন্ধ্যায় তৃণমূল ব্লক কার্যালয়ে রিয়াত হোসেন সরকারকে ঘিরে কর্মীদের উচ্ছ্বাস উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। কর্মী সমর্থকরা ফুলের তোড়া এবং মিষ্টি খাইয়ে সংবর্ধনা দেন নতুন বিধায়ককে। এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস থাকায় কর্মী সমর্থকরা একটি গাছ উপহার হিসেবে তুলে দেন নতুন বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকারের হাতে।

# সাজদা আহমেদের বেশি লিড উদয়নারায়ণপুরে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

**আপনজন:** উলুবেড়িয়া লোকসভার আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ে লিডে প্রথম উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্র। ১৯শে লোকসভার নির্বাচনের থেকেও ২৪শে উলুবেড়িয়ার আসনটিতে একটু বেশি ব্যবধানে জিতলেন সুলতান ঘরণী সাজদা আহমেদ।দ্বিতীয় স্থানে বিজেপির অরুণ উদয়পাল চৌধুরী।তবে উলুবেড়িয়ার আসনটিতে বিরোধীরা কার্যত খড়কুঁটোর মতো উড়ে গেল সবুজ ঝড়ে।সাজদা আহমেদ-এর প্রাপ্ত ভোট ৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৬২২ ।জয়ের ব্যবধান ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৭৩ ভোটে।প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের প্রার্থীদের জেতানোর জন্য স্থানীয় বিধায়ক,পৌরসভার চেয়ারম্যান,ব্লক সভাপতি,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ,অঞ্চল সভাপতি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের প্রধান-উপ-প্রধান এছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।অভিষেকের সেই নির্দেশে পাশ করলেন কারা? কোন কেন্দ্রই বা সুলতান ঘরণী সাজদা-কে জেতাতে ফাস্ট বয় হলেন।নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনের উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্র থেকে সাজদা-কে ৪৬,৫২৯ ভোটে লিড দিয়েছেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা। এক কথাই বলা যেতেই পারে সাজদা-র ভোটে ফাস্ট বয় সমীর।দ্বিতীয় স্থানে অবশ্য আছে বাগনান কেন্দ্র ৩৮,৪৭৩ ভোটের লিড দিয়েছেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ সেন।তৃতীয় স্থানে ৩৩,১৬০ ভোটে লিড দিয়েছেন রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী তথা উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক পুলক রায়।২৯,৯১৩টি ভোটের লিড দিয়ে চতুর্থ শ্যামপুর।২৭,৪৯৮ ভোটের লিড দিয়ে পাঁচে আমতা।২৪,৪২৬ ভোটের লিড দিয়ে ছয়ে উলুবেড়িয়া পূর্ব। এছাড়াও ১৮,০০৩টি ভোটের লিড দিয়ে সাতে উলুবেড়িয়া উত্তর।

# দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে সাহায্যই ব্রত সৌমিত্রর

বাবলু হাসান লস্কর ● গোসাবা

**আপনজন:** আর্থিক অনটনের মধ্যে বড় হয়েছেন তিনি। পড়াশোনা করতে দিনের পর দিন অন্যের বাড়িতে থাকতে হয়েছে। কখনও আত্মীয়-স্বজনেরা পাশে দাঁড়িয়েছেন তো কখনো শিক্ষকেরা। আর সেই কারণে অভাবের যন্ত্রণা ভালই বোঝেন সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপের বাসিন্দা সৌমিত্র মণ্ডল। প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হলেই নিজের উদ্যোগে দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বেড়ান বছর তেত্রিশের এই যুবক। প্রকৃত দুঃস্থদের খুঁজে তাঁদের স্কুল-কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন তিনি। কখনও নিজে স্কুলের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলে ভর্তির ফি মুকুবের চেষ্টা করেন। কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সমস্ত দুঃস্থদের জন্য সাহায্যের আবেদন জানান সৌমিত্র। তাঁর আবেদনে কেউ সাড়া দিলে সরাসরি স্কুল বা ওই দুঃস্থ পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে সেখানে সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ করেন এই যুবক।এ ভাবেই গত কয়েক বছরে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছেন তিনি। এ বছর এখন পর্যন্ত ১১ জন দুঃস্থ পড়ুয়া, যারা মাধ্যমিকে ভাল ফল করেছে, তাঁদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেছেন সৌমিত্র। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি, সাতজেলিয়া, শম্ভুনগর কচুখালি সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর কথা শুনেই দুঃস্থ পড়ুয়াদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন তথা শুভাকাঙ্খী গন। ছোটবেলায় গোসাবার বাড়ি ছেড়ে ক্যানিংয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছেন সৌমিত্র। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়েছেন। পরে বিএড পাশ করেছেন। নিজের শিকড়ের টান অনুভব করে পড়াশোনা শেষে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন এই যুবক। গোসাবার কচুখালি দ্বীপের মন্মথপুর হাইস্কুলে পার্টটাইম শিক্ষক হিসেবে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। তারপর থেকে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছেন। আর এই সব কাজ করতে মূলত সোশ্যাল মিডিয়াই তাঁর অন্যতম ভরসা বলে জানালেন।সৌমিত্র বলেন,ছোট থেকেই আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষকদের সাহায্যে পড়াশোনা করে বড় হয়েছি। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই টাকার জন্য পড়াশোনা বন্ধের কষ্টটা আমি বুঝি। সে কারণেই সুন্দরবনের এই সব মেধাবী পড়ুয়া, যারা অর্থাভাবে স্কুল কলেজে ভর্তি হতে পারছে না, বিগত বছর গুলির ন্যায় এবছরও তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি।এ সব ছাড়াও নিজ ভূমি বালি দ্বীপে জনা চল্লিশেক পড়ুয়াদের বিনা পারিশ্রমিকে পড়ান সৌমিত্র। তাদের জন্য গড়ে তুলেছেন নোনা দ্বীপের পাঠশালা নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এ রকমই তাঁর এক ছাত্রী মিতালী মণ্ডল বলে,সৌমিত্রদার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। উনি আমাদের বিপদে সব সময় পাশে দাঁড়ান। স্কুলে ভর্তি হওয়ায় জন্য আর্থিক সাহায্য পেয়েছে প্রসিত হালদার, কোয়েল সরকার, সায়নী মৃধারা। তাদের কথায়, '' একেরপর একঞ আমফান, ঈয়াস, রিমেলে আমরা সর্ব শান্ত। বাবা মা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। কী ভাবে স্কুলে ভর্তি হব বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু এই দাদা আমাদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেছেন।

# স্কুলে ক্লাস শুরু হতে বাকি, রাস্তায় তালশাঁস বিক্রিতে নেমেছে খুদেরা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

**আপনজন:** টানা ৪২ দিন গরমের ছুটি থাকার পর সোমবার থেকে খুলেছে স্কুল। যদিও ক্লাস শুরু হবে আরও ৭ দিন পর। অর্থাৎ জুনের ১০ তারিখ থেকে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনে অংশ নেবে ছাত্র ছাত্রীরা। তবে খুদেরা জানে না কবে থেকে স্কুলে যেতে হবে। তাই আয়ের পথে নেমেছে খুদেরা। প্রচন্ড রৌদ্রে রাস্তার ধারে তালশাঁস বিক্রি করতে দেখা গেল কয়েকজন খুদেকে। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ছত্রক গ্রামে। লম্বা ছুটি থাকার ফলে ছাত্রদের একাংশ কেউ গ্রামে গ্রামে ঘুরে দিনভর আইসক্রিম বিক্রি করছে। কেউ আবার বিভিন্ন কারখানায় ও মোটরবাইক সারানোর গ্যারাজে কাজ করছে। ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়বে বলেও আশঙ্কা করছেন শিক্ষকদের একাংশ। তুলসীহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র সূর্য মন্ডল,সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মঙ্গল শর্মা ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শিবা শর্মাকে সোমবার গ্রামে রাস্তার ধারে বসে গরমে তাল শাঁস বিক্রি করতে দেখা গেল। শিবা বলেন, কবে থেকে স্কুল খুলবে আমি যানি না। তবে পাড়ার বন্ধুদের স্কুল যেতে যেদিন দেখব সেদিন থেকে আমিও স্কুলে যাব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষ দিনমজুর করে সংসার চালান। নিজেদের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে ছুটিতে তারা এই আয়ের পথে নেমেছে। সূর্য মন্ডলের বাবা মনোজ মন্ডল বলেন, আমি দিনমজুর করে সংসার লালন পালন করি। সংসারের খরচ জোগাড়ের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয়। তাই ছেলে পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে এই তাল শাঁস বিক্রি করছে। তবে স্কুল খুললে ছেলে পড়াশোনা করতে স্কুলে যাবে। শিবা শর্মার বাবা গণেশ শর্মা বলেন,অভাবের সংসার। এখন স্কুল বন্ধ। ছেলে যা রোজগার করছে তা দিয়ে সংসারের অভাব কিছুটা মিটছে। প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক জামিল আক্তার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে স্কুল,মাদ্রাসা ছুটি থাকার ফলে অনেক পড়ুয়া স্কুল বিমুখ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের ছেলে-মেয়েদের পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। পড়ুয়াদের অনেকে আয়ের পিছনে ছুটছে। এর ফলে স্কুলছুট হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্কুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে চলেছি। এ নিয়ে সরকারের ভাবা উচিত। তুলসীহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হরেন্দ্রপাল বলেন, সরকারি ঘোষণায় স্কুল ছুটি ছিল। সোমবার থেকে স্কুল খুলেছে। ১০ জুন থেকে পঠন পাঠন শুরু হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে স্কুলছুট না হয়ে পড়ে সেদিকে আমরা নজর রাখছি।

# চাষ করতে গিয়ে সাপের ছোবলে মৃত্যু

আনোয়ার আলি ● মেমারি

**আপনজন:** প্রতিদিনের মতো গতকাল ও চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে তারপর ই ঘটে বিপত্তি, বিষাক্ত সাপের ছোবলে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির , মৃতের নাম বাবলু ক্ষেত্রপাল। মৃত বাবলু ক্ষেত্রপালের বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর ,পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি এক নম্বর ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নলসাঁড়া গ্রামের বাসিন্দা বাবলু ক্ষেত্রপাল , পেশায় একজন ক্ষেত মজুর , পরিবারের রয়েছে বৃদ্ধ মা , ও স্ত্রী,। বাবা অনেক দিন আগেই ইহলোক থেকে পরলোক গমন করেছেন, পরিবারের একজন ই রোজগেরে র সদস্য ছিলেন বাবলু ক্ষেত্রপাল। পরিবারের একজন রোজগারের সদস্যের মৃত্যুতে সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন পরিবারের সদস্যদের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় প্রতিদিনের মত গতকাল ও নিজস্ব বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ ই বিষধর সাপের ছোবল পড়ে বাবলু ক্ষেত্রপালের পায়ে , জমি থেকে বাড়িতে এসে সাপে কামড়ানোর কথা পরিবারের সদস্যদের জানান, পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে।কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন তাকে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### ভোট পরবর্তী অশান্তি পাত্রসায়েরে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** ভোটের পরেও অশান্তি যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিজেপির অভিযোগ পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এমনকি পাত্রসায় ব্লকের কাঁকরডাঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তমালকান্তি গুইয়ের বাড়িতে ইট বৃষ্টি চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার এটি সিসিটিভিয় প্রকাশে এনেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তমাল কান্তি গুই জানান তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে এসে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তারা আতঙ্কে রয়েছে ইতিমধ্যেই থানায় জানানো হয়েছে বিষয়টি পুলিশ এর ব্যবস্থা করুক। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি বলেন বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এই তৃণমূল কংগ্রেস। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু ব্যানার্জি জানান জয়ের আনন্দে মদ খেয়ে নিজেরাই এই ধরনের কাজ করেছে। এছাড়াও এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

# ইউসুফ পাঠানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদের বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান জয়ী হওয়ার পর থেকে যেমন দলীয় কর্মীরা শুভেচ্ছা বার্তা দেন পাশাপাশি ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথা মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সংগঠনের পক্ষ থেকে ইউসুফ পাঠানকে মিষ্টি মুখ করিয়ে ও ফুলের বুকি দিয়ে সংবর্ধনা জানান। পাশাপাশি প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর যেভাবে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের পক্ষ থেকে ইউসুফ পাঠানকে সমর্থন দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন সেই মত বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়ে পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরী কে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন ইউসুফ পাঠান। এদিন ইউসুফ পাঠান ধন্যবাদ জানান। যেভাবে নতুন একটা জাগায় তাকে সকলে মিলে নিজের করে নিয়েছেন নির্বাচনে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সকল সদস্য তার জন্য যে পরিশ্রম করেছে তার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনে জেলার ইমাম মুয়াজ্জিন দের সব রকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দেন ইউসুফ পাঠান বলে জানান আব্দুর রাজ্জাক।

# তারাপীঠে পুজো দিলেন শতাব্দী রায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

**আপনজন:** মঙ্গলবার সকাল থেকে সিউড়ি ভোট গণনা কেন্দ্রে দলীয় কাউন্টিং এজেন্ট ও ভোট গণনার তদারকি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র থেকে চতুর্থ বারের জন্য সাংসদ হিসেবে সংসদে যাবার অনুমোদন তথা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। ভোট গণনা কেন্দ্রে সবকিছু শেষ হতে এমনকি জয়ীর শংসাপত্র হাতে পেতে অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ার জন্য তারাপীঠ মন্দিরে যেতে পারেন নি।তবে যেহেতু প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পরেই প্রথম তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি তার প্রচার শুরু করেছিলেন। আর প্রচার শুরু থেকে একটানা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করে ছুটে বেড়িয়েছেন। ফলস্বরূপ প্রায় দুই লক্ষের কাছাকাছি ভোটে নিকটতম বিজেপির প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে জয়লাভ ছিনিয়ে নেয়।তাই জেতার পর প্রথমেই তারাপীঠের মা তারার মন্দিরে পুজো দিয়ে তিনি আগামী দিনের কাজ শুরু করবেন।বিপুল পরিমাণে জয়লাভের পর তিনি জানান এই জয় দলের সমস্ত কর্মী সমর্থকদের জয়। কর্মী সমর্থকরা ভোট প্রচার চালিয়েছেন জোটবদ্ধ ভাবে, গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সরিয়ে। আগামী দিনের পরিকল্পনা হিসেবে যে সমস্ত গ্রামে দীর্ঘ ১৫ বছরে সেভাবে নজর দেওয়া হয়নি আগামী পাঁচ বছর সেই সমস্ত গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। তিহাড় জেলে বন্দী অনুব্রত মন্ডলের সঙ্গে আগামী দিনে দেখা করতে দিল্লি যাবেন বলে জানান শতাব্দী রায়।

# বাম পোলিং এজেন্ট আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দুর্গাপুর

**আপনজন:** দুর্গাপুরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের বি জোনের আইনস্টাইন এলাকায় গত ১৩ই মে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা নির্বাচনের দিন দুর্গাপুর পূর্ব বিধান সভা কেন্দ্রের ডিআইভি স্কুলের ৭৯ নম্বর বুথে সিপিআইএমের পোলিং এজেন্ট ছিলেন প্রসূন পালিত। চাপ্পা ভোট দিতে লোকদের বাধা দেওয়ায় তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আর এরপর গতকাল ভোটের ফল ঘোষণা হওয়ার পর রাতেই সিপিআইএমের ঐ পোলিং এজেন্টের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চার চাকা গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। প্রসূন বাবু ও তার পরিবারের অভিযোগ, এরা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী, সেইদিন ছাপ্পা ভোট রুখে দেওয়াতেই এই আক্রমণ।

# সুন্দরবনের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সংসদে সরব হতে চান বাপি

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

**আপনজন:** মৎস্যজীবী পরিবার থেকে উঠে আসা ছাত্র রাজনীতি করে পঞ্চায়েতের সদস্য সরাসরি এবারে দিল্লির পার্লামেন্টের সদস্য হলেন মথুরাপুরের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত সদিয়াল গ্রামের ছেলে বাপি হালদার। বাবা ছিলেন মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতেন। বাপি হালদার ছোটবেলা থেকে পরোউপকারী ছিলেন গ্রামের কিছু হলে এগিয়ে যেতেন, দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল তার অভ্যাস। এরপরে ছাত্র জীবনে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন ,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল তার আদর্শ। পার্টি অন্ত প্রাণ ছিল বাপি হালদারের, দল ঠিক করে ২০১৩ সালে পঞ্চায়েতের প্রার্থী। সদিয়াল গ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হোন বাপি হালদার। এলাকার পরিচিত যুবক বিপদে আপদেই গ্রামের মানুষের সঙ্গেই সব সময় থাকতো তাই বাপি হালদারকে পিছনে তাকাতে হয়নি প্রথমবারই তিনি জয়লাভ করেন। তারপরেই কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার পর ২০১৫ তে তিনি ওই পঞ্চায়েতে প্রদান হন। প্রধান হবার পর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়ন করার জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে একের পর এক উন্নয়ন করতে লাগলো।পানীয় জলের সমস্যা ছিল সদিয়াল গ্রামে নিজের উদ্যোগে সাবমশাল বসিয়ে তিন টাইম পানীয় জলের পৌঁছে দেয় মানুষের বাড়ি বাড়ি।নিজের গ্রামকে আদর্শ গ্রাম করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, তৈরি করে ঢালাই রাস্তা রাস্তার দুপাশে লাগিয়ে ছিল গ্রামের ত্রিফলা লাইট। এইভাবে কাজ করতে করতে পাঁচটা বছর কেটে যায় আবার আসে পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই নির্বাচনে বাপি হালদার জয়লাভ করে মহিলা প্রধান হওয়ার জন্য তিনি প্রধান হতে পারেনি। তাই তিনি সঞ্চালক হয়েছিলেন এরপর। একের পর এক কাজ সাংগঠনিক দক্ষতা দেখাতে থাকেন বাপি, এরই মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নজরে পরে বাপি, প্রথমে যুব সভাপতি করা হয় ব্লকের, ততক্ষণ বাপি হালদারের রায়দিঘি বিধানসভা প্রতিটি গ্রামের মানুষ চিনতে শুরু করে। সাংগঠনিকভাবে একের পর এক কাজ করে থেকে।তর তাজা যুবক বাপি হালদার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায় যুব সংগঠন আরো মজবুত করে। এরই মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল কংগ্রেসের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা হিসেবে আলাদা সংগঠন হয়। জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি দায়িত্ব পান বাপি হালদার।

# জেলা পরিষদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস বারাসতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

**আপনজন:** বুধবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনাড়ম্বর ভাবে অনুষ্ঠিত হয় উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে। উক্ত কর্মসূচিতে জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সবুজের বিপ্লব এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন আমরা জেনারেশন রিস্টোরেশন।" ভূমি পুনরুদ্ধার হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস-এর থিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং আয়োজকরা বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সারা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করতে চায়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন সমস্ত দিকের উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচির ফলেই জীববৈচিত্র্যর ভারসাম্য অনেকটাই বজায় থাকছে বাংলায়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের, নতুন নতুন ইকোপার্ক,ইকো আরবান ভিলেজ পরিবেশকে আরো বেশি সুসংবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে। বারাসত রেঞ্জ অফিসে অনুষ্ঠিত ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার শ্রী অভিজিৎ কর, অতিরিক্ত ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার আকিব আলম, ফরেস্ট রেঞ্জার শ্রী ভাস্কর জ্যোতি পাল,শ্রী শুভাশীষ হালদার,শ্রী সুজয় হালদার, শিক্ষক মোঃ অমিত মন্ডল, সুরজিৎ রয়, ইয়ামিন প্রমুখ।

# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৬ জুন, ২০২৪
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৮ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

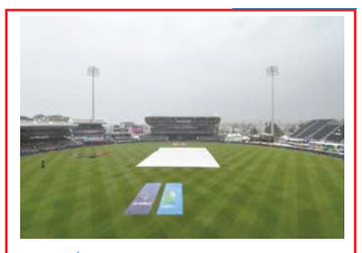

Vol.: 19 ■ Issue: 153 ■ Daily APONZONE ■ 6 June 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


প্রথম নজর

## লোকসভায় মুসলিম সাংসদের সংখ্যা কমে দাঁড়াল মাত্র ২৪

জাফিরা হক


ইমরান মাসুদ

ইকরা চৌধুরি

আফজল আনসারি

আসাদুদ্দিন ওয়াইসি

মুহাম্মদ হানিফা

আবদুল রশিদ

মহিবুল্লাহ

জিয়াউর রহমান

আলতাফ আহমেদ

সৈয়দ রুহুল্লা মেহেদি

ইউসুফ পাঠান

হাজি নুরুল ইসলাম

সাজদা আহমেদ

খলিলুর রহমান

আবু তাহের খান

ঈশা খান চৌধুরি

মুহাম্মদ হামদুল্লাহ

নাবাসকানি কে

আবদুস সামাদানি

শফি পরম্বিল

মহম্মদ বশির

তারিক আনওয়ার

মুহাম্মদ জাভেদ

রাকিবুল হাসান

**আপনজন:** ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মুসলিম প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২৪ জন সারা দেশে জয়ী হয়েছেন। বিগত নির্বাচনের তুলনায় কমে আসছে লোকসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব। এই ২৪জন মুসলিম সাংসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কংগ্রেসের। এ বছর কংগ্রেস থেকে ৯জন লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। তার পরেই রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পাঁচজন মুসলিম সাংসদ। তারপরেই স্থান সমাজবাদী পার্টির। সমাজবাদী পার্টি থেকে চারজন মুসলিম লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৯ সালে মাত্র ২৬ জন মুসলিম প্রার্থী সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে কংগ্রেস ও তৃণমূলের চারজন করে, বিএসপি ও এসপি থেকে তিনজন করে এবং এনসিপি ও সিপিআই (এম) থেকে একজন করে প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ বছর সাহারানপুরের কংগ্রেস প্রার্থী ইমরান মাসুদ ৬৪,৫৪২ ভোটে এবং কৈরানা থেকে সমাজবাদী পার্টির ২৯ বছর বয়সী প্রার্থী ইকরা চৌধুরী ৬৯,১১৬ ভোটে বিজেপি প্রদীপ কুমারকে পরাজিত করেছেন।
গাজিপুরে সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ প্রার্থী আফজল আনসারি বিজেপির পারস নাথ রাইয়ের চেয়ে এক লক্ষ ভোট বেশি পেয়েছেন এবং এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির মাধবী লতা কমপেল্লার চেয়ে ৩,৩৮,০৮৭ ভোটের ব্যবধানে তার হায়দরাবাদ আসনটি ধরে রেখেছেন। লাদাখে নির্দল প্রার্থী মহম্মদ হানিফা ২৭,৮৬২ ভোটে জয়ী হয়েছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা আসনে আরেক নির্দল প্রার্থী আব্দুল রশিদ শেখ ওরফে ইঞ্জিনিয়ার রশিদ ২০৪১৪২ ভোটে জয়ী হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের রামপুর আসনে সমাজবাদী পার্টির মহিবুল্লাহ ৮৭৪৩৪ ভোট এবং জিয়া উর রহমান ১২১৪৯৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিকে হারিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ-রাজৌরি আসনে ন্যাশনাল কনফারেন্সের মিয়া আলতাফ আহমেদ ২,৮১,৭৯৪ ভোটে জয়ী হয়েছেন। শ্রীনগরে ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রার্থী আগা সৈয়দ রুহুল্লাহ মেহেদি ১১৮৪১৬ ভোটে জয়ী হয়েছেন।
পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর আসনে প্রথমবারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী ইউসুফ পাঠান কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা এবং পাঁচবারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে ৮৫,০২২ ভোটে পরাজিত করেছেন। যে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে সন্দেশখালি পড়ে, সেই কেন্দ্রে তৃণমূলের হাজি নুরুল ইসলাম বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে ৩ লক্ষ ৩৩হাজার ৫৪৭ভোটে পরাজিত করেছেন।
উলুবেড়িয়াতেও তৃণমূলের সাজদা আহমেদ বিজেপির অরুণুদয় পালচৌধুরীকে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৭৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন। জঙ্গিপুরে তৃণমূলের খলিলুর রহমান কংগ্রেসের মুর্তোজা হোসেন বকুলকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩৭ বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে তৃণমূলের আবু তাহের খান সিপিএমের মহম্মদ সেলিমকে এক লক্ষ ৬৪ হাজার ২১৫ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। মালদহ পশ্চিমে কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৬৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন।
লাক্ষাদ্বীপে কংগ্রেসের মহম্মদ হামদুল্লাহ সঈদ ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (শরদচন্দ্র পাওয়ার) পিপি মহম্মদ ফয়জলকে মাত্র ২৬৪৭ ভোটে পরাজিত করেছেন। তামিলনাড়ুর রামনাথপুরমে জয় পেয়েছেন ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের (আইইউএমএল) নাভাসকানি কে। কেরলের পোন্নানিতে আইইউএমএলের ডঃ এম পি আব্দুস সামাদানি সিপিএমের কে এস হামজাকে পরাজিত করেন। ভাদাকারায় কংগ্রেসের শফি পরম্বিল সিপিএমের শৈলজা শিক্ষককে এক লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। আইইউএমএল মালাপ্পুরম আসনেও জিততে সক্ষম হয়েছে যেখানে ই টি মোহাম্মদ বশির সিপিআই (এম) এর ভি ভাসিফকে ৩ লক্ষেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন।
বিহারে কংগ্রেসের তারিক আনোয়ার কাটিহার থেকে জয়ী হয়েছেন। জনতা দল (ইউনাইটেড) এর দুলাল চন্দ্র গোস্বামীকে ৪৯৮৬৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। কিষাণগঞ্জে কংগ্রেসের মহম্মদ জাভেদ জেডিইউ-এর মুজাহিদ আলমকে ৫৯৬৯২ ভোটে পরাজিত করেছেন।
অসমের ধুবড়ি কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের রাকিবুল হাসান এআইইউডিএফ প্রার্থী বদরুদ্দিন আজমলকে ১০ লক্ষ ১২ হাজার ৪৭৬ ভোটে পরাজিত করেছেন। অন্যদিকে, করিমগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরি অল্প ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এই কেন্দ্রে জোর প্রতিদ্বিন্দ্বিতার পর বিজেপির কৃপানাথ মান্নার কাছে ১৮৩৬০ ভোটে পরাজিত হন হাফিজ।
এ বছর বিএসপি ৩৫ জন মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে, যা সব দলের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ৪টি, বিহার ও দিল্লিতে ৩টি করে, উত্তরাখণ্ডে ২টি করে এবং রাজস্থান, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা ও গুজরাটে ১টি করে রয়েছেন।
এর পরেই রয়েছে কংগ্রেস। তারা ১৯ জন মুসলিম প্রার্থী দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৬ জন, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ২ জন করে এবং কর্নাটক, কেরালা, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা ও লাক্ষাদ্বীপে ১ জন করে মুসলিম প্রার্থী রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস ছয়জন প্রার্থী দিয়েছে পশ্চিমবাংলায়। আসামেও একজন মুসলিম প্রার্থী দিয়েছে তারা। সমাজবাদী পার্টির মুসলিম প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন উত্তরপ্রদেশ থেকে এবং চতুর্থজন অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে প্রার্থী হয়েছেন।

# নিট-এ রেকর্ড সাফল্য আল-আমীনের

## এবছর ৭০০ পড়ুয়া ডাক্তার হওয়ার পথে

এম মেহেদী সানি ● খলতপুর



**আপনজন:** নিট-২০২৪ এ আল-আমীন মিশনের আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এবারের পরীক্ষার্থীরা। সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে আল আমীন মিশন।
আল আমীন মিশন থেকে এ বছরেও সাতশোরও বেশি ছাত্রছাত্রী ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাবেন বলে তাদের রেজাল্ট বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন আল আমীন মিশন কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে আল আমীন মিশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে প্রায় ৩৭ বছর আগে ১৯৮৭ সালে আল আমীন মিশন তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডাক্তারি কোচিং শুরু করে, সবচেয়ে বড় সাফল্য এ বছর। এ বছর নিট-এ সর্বভারতীয় স্তরে ২০ হাজার র‍্যাঙ্ক এর মধ্যে আল আমীন মিশনের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২৮ জন। ৩০ হাজার র‍্যাঙ্কের মধ্যে ২২২ জন, ৫০ হাজার র‍্যাঙ্কের মধ্যে ৪২৮ জন, ৬৫ হাজার র‍্যাঙ্কের মধ্যে ৫২৮ জন আল আমীন পড়ুয়া জায়গা করে নিয়েছে।
৭২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৭০০ বা তাঁর বেশি নম্বর পেয়েছে ১১ জন। ৬৬৫ বা তাঁর বেশি নম্বর পেয়েছে ১১৮ জন। ৬২৫ বা তাঁর বেশি নম্বর পেয়েছে ৪৬১ জন। ৬০০ বা তাঁর বেশি নম্বর পেয়েছে ৭২৭ জন। আগের বছরে ছয়শোরও বেশি ছাত্রছাত্রী এখান থেকে ডাক্তারিতে ভর্তির হয়েছে, কিন্তু এবছরে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া আল আমীন মিশনের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাটা সাতশোরও বেশি। আর এদের বেশিরভাগই একেবারেই গ্রামগঞ্জে থেকে আসে। এই সাফল্যে আল আমীন মিশনের পরিবার দারুণভাবে আনন্দিত। এ বছরে নিট-এ আল আমীন থেকে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখা পড়ুয়াদের মধ্যে আবাসিক ও অনাবাসিক উভয় ক্ষেত্রের পড়ুয়ারা রয়েছে। মিশনের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন মুর্শিদাবাদের খাড়গ্রাম থানার ইন্দ্রানী গ্রামের বাসিন্দা মোঃ আলাউদ্দিন শেখের পুত্র মোঃ আফতাবউদ্দিন শেখ। নিট-এ এ বছর ৭১৫ নম্বর পেয়ে তার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্থান ১৮৭। মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির মহাসিনা খাতুন, ৭২০ মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৭০৫, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ১০৫৫। আল আমীন মিশনের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে মোঃ মোদাচ্ছির রহমান ও রেজওয়ানুল্লাহ ৭১০, মোহাম্মদ রামিজ রাজা, শামীম আহমেদ গাজী, দানিসদের প্রাপ্ত নম্বর ৭০৫। কৃতীদের কথায় আল-আমীন মিশন না থাকলে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যেত। আল- আমিন মিশনের প্রধান নুরুল ইসলাম সহ আল আমীন পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে তাঁরা।

## হবু ডাক্তাররা দেবী শেঠির মতো হোক: নুরুল ইসলাম

**আপনজন ডেস্ক:** এবছর নিট-এর সাফল্যে আল-আমীন মিশন পরিবার ভীষণ ভাবে উচ্ছ্বসিত, সফল সকল ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন আল-আমীন মিশনের প্রধান এম নুরুল ইসলাম। প্রতিবছরের মতো এবছরও সফল প্রথম সারির শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন আল-আমীন মিশনের প্রধান নুরুল ইসলাম। তবে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে এই উচ্ছ্বাস কিছুটা ব্যতিক্রমী।বিশেষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য স্মরণ করে আবেগে চাপা কান্নায় চোখের কোনটা চিকচিক করে ওঠে এম নুরুল ইসলাম থেকে শুরু করে, সুপারিনটেন্ডেন্ট মারুফ আজম সহ হাফিজুর রহমান, দিলদার, আলমগীর, মহসীন


মিশনের প্রথম মোঃ আফতাবউদ্দিন শেখের সঙ্গে হাফিজুর রহমান, এম নুরুল ইসলাম, মারুফ আজম ও এম দিলদার হোসেন

সকলেরই।সফলদের সামনে পেয়ে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন আল-আমীন মিশনের প্রধান নুরুল ইসলাম। প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে নুরুল সাহেব বলেন 'ঈদের আগে আরও একটি খুশির দিন আজ।' ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আগামী দিন চলার পথ নির্দেশিকা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি স্মরণ করিয়ে দেন কেউই যেন সমাজের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা না ভুলে যাই। হবু ডাক্তারদের দেবী শেট্টির মতো স্বনামধন্য ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখার পরামর্শ দেন। আল আমীনের উজ্জ্বল সাফল্যে অত্যন্ত খুশি নূরুল ইসলাম। এম নুরুল ইসলাম জানান, আল আমীনের ইতিহাসে সরকারিভাবে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা এ বছরই সবথেকে বেশি তাই সফল সকল ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আল্লাহ সফল সকল ছাত্র-ছাত্রীদের কবুল করুন, ওরা যেন দেশের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। তিনি আরও বলেন ছাত্রছাত্রীরা পরিশ্রম করেছে, সাধনা করেছে, সেজন্যেই সাফল্য পেয়েছে।প্রশিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই।নুরুল ইসলাম আরও জানান, পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি আল আমীন মিশনের প্রায় ৭২ টি ক্যাম্পাস আছে। দ্বাদশ শ্রেণির ক্যাম্পাস থেকে নিট প্রশিক্ষণের পর তারা সাফল্য পেয়ে আসছে তেমনি চলতি বছরের ছাত্রছাত্রীরাও সাফল্য পাচ্ছে। এ বছর বেশি সাফল্য পাওয়া গেছে। তাদেরকে একেবারে একাদশ শ্রেণি থেকেই তৈরি করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে তাদের এই সাফল্য।

## নিট-এ প্রথম স্থানে ৬৭ জন, মুসলিম ৭

**আপনজন ডেস্ক:** সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-২০২৪ এ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ৬৭জন। তার মধ্যে সাতজন মুসলিম স্থান করে নিয়েছেন। এই সাত মুসলিমের মধ্যে চারজন ছাত্রী ও তিনজন ছাত্র। নিট-২০২৪ এ প্রথম স্থানে থাকা সাতজন মুসলিম হলেন: সৈয়দ আরিফিন ইউসুফ এম (তামিলনাড়ু), মুজিন মনসুর (বিহার), চাঁদ মালিক (ত্রিপুরা), কাকশান পারভীন (ঝাড়খণ্ড), উমাইমা মালবাড়ি (মহারাষ্ট্র), আমনা আরিফ কাদিওয়ালা (মহারাষ্ট্র), ইরাম কাজী (রাজস্থান)।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি অযোজিত ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ২০২৪ এর ফল প্রকাশিত হয়েছে ৫ জুন। মোট ২৪,০৬,০৭৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য নিবন্ধিত হয়েছিল, যার মধ্যে ২৩,৩৩,২৯৭ জন উপস্থিত হয়েছিল। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি




(এনটিএ) ২৪ লক্ষেরও বেশি প্রার্থীদের জন্য গত ৫ মে নিট ইউজি প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করেছিল।
এবারে ৬৭জন পরীক্ষার্থী ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৭২০ নম্বর পাওয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম হওয়া ৬৭জনের মধ্যে স্থান পাওয়া সাতজন মুসলিসের অন্যতম মুম্বাইয়ের যোগেশ্বরীর মদনি হাই স্কুলের ছাত্রী আমিনা আরিফ কাদিওয়ালা। কাদিওয়ালা উর্দুতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। প্রাথমিকভাবে, এটি তার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ তিনি ইংরেজিতে দুর্বল ছিলেন, তবে ধীরে ধীরে তিনি ভাষাটি শিখেছিলেন এবং নিট পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। আমিনা চান দিল্লি এইমসে ভর্তি হয়ে তার এমবিবিএস পাঠ শুরু করা। এই নতুন যাত্রায় ভাল রেজাল্ট করে ডাক্তার হয়ে উঠতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমিনা।


আল-আমীন মিশন
স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন পূরণ করে

Al-Ameen Mission 38 Years in service to the society

NEET (UG) 2025
আবাসিক কোচিংয়ে ভর্তি

১ অভিভাবকসহ সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে:

| NEET (UG) ২০২৪-এ প্রাপ্ত নম্বর | অভিভাবকসহ ছাত্রদের সাক্ষাৎকারের দিন | অভিভাবকসহ ছাত্রীদের সাক্ষাৎকারের দিন |
|---|---|---|
| ৫৫০ বা তার বেশি | ১৪ জুন ২০২৪, শুক্রবার | ১৫ জুন ২০২৪, শনিবার |
| ৪৫০ থেকে ৫৪৯ পর্যন্ত | ২১ জুন ২০২৪, শুক্রবার | ২৩ জুন ২০২৪, রবিবার |
| ৪০০ বা তার বেশি | ২২ জুন ২০২৪, শনিবার | ২৪ জুন ২০২৪, সোমবার |

২. যারা উল্লিখিত নম্বর পায়নি, তারা নীচের মানদণ্ড অনুসারে Online মাধ্যমে ফর্ম পূরণ করতে পারে। ফর্ম পূরণ চলবে **২২ জুন পর্যন্ত**। এক্ষেত্রে অভিভাবকসহ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে ◆ **ছাত্র: ২৫ জুন, মঙ্গলবার** ◆ **ছাত্রী: ২৭ জুন, বৃহস্পতিবার।**

| উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণের বছর | NEET (UG) 2028-এর ন্যূনতম প্রাপ্ত নম্বর | |
|---|---|---|
| | ছাত্র | ছাত্রী |
| ২০২৪ | ২৮০ | ২২০ |
| ২০২৩ | ৩৫০ | ৩২০ |

website: www.alameenmission.org

সমস্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে খলতপুর, হাওড়ায়।

◆ প্রতিদিন সাক্ষাৎকার শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে।
◆ নিট-এর স্কোর কার্ড, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, মার্কশীট, আধার কার্ড প্রভৃতির অরিজিনালসহ ১ সেট জেরক্স কপি এবং ২ কপি ফটোগ্রাফ আনতে হবে।

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া
■ সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৫/৬৬/৭৬/৭৯

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫৩ সংখ্যা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৮ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

## ইহাই গণতন্ত্র

একটি দেশের গণতন্ত্র কতখানি স্বাভাবিক, তাহার অন্যতম বড় মাপকাঠি হইল–ক্ষমতার পালবদল। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই গণতন্ত্র রহিয়াছে বটে; কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালাবদল যেন অনেক দেশেই ভয়ংকর এক ঘূর্ণিপাক। রেমাল, আমফান, ফণী, সিডর, আইলার মতোই ক্ষমতার পালাবদলের সময় অনেক দেশেই বিপুল ও ব্যাপক ঘূর্ণিপাক তৈরি হয়; কিন্তু আমাদের সম্মুখে তৃতীয় বিশ্বের অন্তত এমন একটি দেশের উদাহরণ রহিয়াছে, যেইখানে ক্ষমতার উত্থানপতন যেন বিস্ময়কর শিক্ষা দেয় তৃতীয় বিশ্বের অন্য সকল দেশকে। দেশটির নাম ভারত। গতকাল প্রকাশিত ভারতের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফল বলিয়া দেয় গণতন্ত্র কী জিনিস! ভারতে এই লোকসভা নির্বাচন শুরু হইয়াছিল গত ১৯ এপ্রিল। সাত দফা ভোট শেষে নির্বাচন সম্পন্ন হইল গত পহেলা জুন; এবং ভোট গণনা হইল গতকাল ৪ জুন। তাত্পর্যপূর্ণ ব্যাপার হইল, ভোটের প্রচারণার সময় প্রতিপক্ষকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ, মারামারি-সহিসংতা সেইখানে ব্যাপকভাবেই ঘটে। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের নিকটতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভোটের হিংসার ছবি দেখিয়া যে কেহ আতঙ্কিত হইবেন; এবং ভোটের পরও সেইখানে হিংসা থামিয়া নাই। পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিলে বাকি ভারতের ভোট-হিংসা প্রায় নাই বলিলেই চলে; কিন্তু ভারতের জন্য যাহা সবচাইতে বড় ম্যাজিক, তাহা হইল–ভোটের ফলাফল মাথা পাতিয়া লওয়া। যখনই ভোট শেষ হইল, ঘোষিত হইল ফলাফল, তখন পরাজিত দল, তাহারা ক্ষমতায় থাকিলেও, সদ্যবিজয়ী দলকে 'শুভেচ্ছা'-'অভিনন্দন' জানাইতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। গণতন্ত্রের জন্য ইহা এক অপূর্ব সুন্দর উদাহরণ। গণতন্ত্রের জন্য একটি শক্তিশালী বিরোধী দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশটির নির্বাচন কমিশন জানাইয়াছে, প্রায় ৬৪.২ কোটি মানুষ এই লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়াছে। বিশ্বের সর্ববৃহত্ এই নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় ৬৮ হাজারের অধিক মনিটরিং দল, দেড় কোটি ভোটার ও নিরাপত্তাকর্মী অংশ লইয়াছে। ভোট পরিচালনায় প্রায় ৪ লক্ষ গাড়ি, ১৩৫টি বিশেষ ট্রেন ও ১ হাজার ৬৯২টি এয়ার শর্টিস (Air Sorties) ব্যবহার করা হইয়াছে। বলা যায়, বহু ধর্মবর্ণ-বিভক্ত ভারতকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে এই গণতন্ত্রই। প্রায় দেড় মাস ধরিয়া প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই প্রতিটি দল শত শত জনসভা করিয়াছে। ভোটারদের মন জয় করিতে তাহারা চেষ্টার কোনো কার্পণ্য রাখে নাই। প্রকৃত অর্থে, দেশটির বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করাও কঠিন চ্যালেঞ্জসমূহের একটি বলা যায়। কোথাও গভীর অরণ্যে একজন মাত্র ভোটারের জন্যও ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হয় বইকি (যেমন–গুজরাটের 'গির')। আবার অরুণাচল প্রদেশের সুউচ্চ পাহাড়ি জনপদে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের হয়তো চার দিন ধরিয়া বরফাবৃত পথ পাড়ি দিয়া পৌঁছাইতে হয় হাতে গোনা কয়েক জনের ভোট লইবার জন্য। এইভাবে মরুভূমি, জলাভূমি, শ্বাপদসংকুল অরণ্য–সকল জায়গায় 'গণতন্ত্র' তাহার ন্যূনতম ছায়া রাখিয়া যায়। ভারত ক্রমশ একতাবদ্ধ ও বৃহত্শক্তি হইতেছে এই গণতান্ত্রিক শক্তির বলে বলিয়ান হইয়াই। একটি দেশকে গণতন্ত্র কী পারে–উন্নয়নশীল কোনো দেশের জন্য ভারতের মতো সর্বাধিক সুন্দর উদাহরণ আর কী আছে?

ইতিমধ্যেই আমরা ফলাফল জানিয়াছি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২০১৯ সালের তুলনায় যথেষ্ট খারাপ রেজাল্ট করিয়াছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য ভোটের প্রচারে বারংবার বলিয়াছেন–'আগলিবার ৪০০ পার'। অর্থাত্ এইবার তাহারা চার শতাধিক আসনে জয় পাইবেন। বাস্তবে বলা যায় এনডিএ জোটের ফল-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাহারা কোনোক্রমে তিন শতের কাছাকাছি আসন পাইয়াছে। এনডিএ জোটের বিপরীতে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ফলাফল চমকপ্রদ। ৮০টি আসনের উত্তরপ্রদেশ ছিল বিজেপির ঘাঁটি, সেইখানে বিরাট বিপর্যয় ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় যথেষ্ট খারাপ। যদিও এককভাবে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে পারে নাই। তবে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ম্যাজিক ফিগার ২৭২টি তাহাদের এনডিএ জোটই অর্জন করিতেছে। স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী বিরোধী দলের মধ্যে নরেন্দ্র মোদি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হইতে যাইতেছেন। নরেন্দ্র মোদির জন্য অভিনন্দন রহিল। অভিনন্দন রহিল ভারতের গণতন্ত্রের জন্য।

# ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘরের রাজনীতির বলি গাজার মানুষেরা

**গাজায় যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উপস্থাপন করেছেন ও যা গ্রহণে কার্যত আপত্তি নেই বলে হামাস জানিয়েছে, সেটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের যে হামলার সূচনা হয়েছে, তার অবসান ঘটানোই এই যুদ্ধবিরতির লক্ষ্য। লিখেছেন আলী রীয়াজ...**

গাজায় যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উপস্থাপন করেছেন ও যা গ্রহণে কার্যত আপত্তি নেই বলে হামাস জানিয়েছে, সেটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের যে হামলার সূচনা হয়েছে, তার অবসান ঘটানোই এই যুদ্ধবিরতির লক্ষ্য। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা এখনো আসেনি। তবে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা অপরাহ ফক স্থানীয় সময় সোমবার সকালে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন যে ইসরায়েল এই প্রস্তাবে রাজি আছে। কিন্তু তিনি এটাও বলেন, এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত অনেক কাজ করতে হবে। তদুপরি তাঁর ভাষায় ইসরায়েলের দুটি শর্ত অপরিবর্তিত আছে–সব জিম্মির মুক্তি ও 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হামাসের ধ্বংস।

এই বক্তব্য যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে হামাসের সঙ্গে ঐকমত্য না হওয়ার উদ্দেশ্যে যতটা করা হচ্ছে, তারচেয়ে বেশি হচ্ছে ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উগ্র দক্ষিণপন্থীদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা। ইতিমধ্যে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে এই কারণে যে নেতানিয়াহু দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের দেওয়া প্রস্তাবের 'আংশিক' বলেছেন। ইসরায়েলের একজন কর্মকর্তা এমন মন্তব্যও করেছেন, বাইডেন যাকে ইসরায়েলের প্রস্তাব বলছেন, তা 'সঠিক নয়'।

ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের খোলামেলা, বিরতিহীন, অকুণ্ঠ সমর্থন সত্ত্বেও ইসরায়েলের ওপরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব নেই বললেই চলে।

বাইডেন গত শুক্রবার যা ঘোষণা করেছেন, তা আসলে ইসরায়েলের প্রস্তাব। এই প্রস্তাব মধ্যস্ততাকারীদের মাধ্যমে হামাসের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন। এই প্রস্তাব দীর্ঘ মেয়াদে যুদ্ধ অবসানের ইঙ্গিত দেয় না এবং তা যে ইসরায়েলের স্বার্থের পরিপন্থী, তা-ও নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব মেনে নিতে নেতানিয়াহুর অনাগ্রহের কারণ হচ্ছে, যেকোনো ধরনের যুদ্ধবিরতির অর্থ হচ্ছে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া যে এই যুদ্ধে ইসরায়েলের কী লাভ হলো। এই প্রশ্ন আরও বেশি করে উঠবে, কেননা এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে গাজা থেকে সব ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরে কয়েক মাস ধরেই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে নাগরিকেরা প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন এবং যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে জিম্মিদের ফেরত আনতে হামাসের সঙ্গে চুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছেন। কিন্তু যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকার থেকে দক্ষিণপন্থীরা সরে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে তাঁর সরকারের পতন।

স্মরণ করা দরকার যে ২০২২ সালে নেতানিয়াহুর সরকার আসে পূর্ববর্তী চার বছরে চারটি নির্বাচনে কোনো ধরনের শক্তিশালী কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে না পারার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে। পার্লামেন্টের ১২০ আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন কোয়ালিশনের সরকারের আসন ৬৪টি।

এই মুহূর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নেতনিয়াহুর দল লিকুড পার্টির বিজয়ের সম্ভাবনা কম। আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হতে না পারলে নেতানিয়াহুকে তাঁর বিরুদ্ধে চলমান দুর্নীতির মামলা মোকাবিলা করতে হবে। এই মামলা আদালতে অব্যাহত আছে, কিন্তু যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে এই বিষয়ে গত বছর নাগরিকদের যে সোচ্চার প্রতিবাদ জারি ছিল, তা স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

যুদ্ধবিরতি ঘটলে এবং তা অব্যাহত থাকলে কেবল যে নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভাগ্যই প্রশ্নের মুখোমুখি হবে, তা নয়, ইসরায়েলের নাগরিকদের কাছে তখন সহজেই বোধগম্য হবে যে এই যুদ্ধে গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কমপক্ষে সাড়ে ৩৬ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, লাখ লাখ মানুষ আহত হয়েছেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ইসরায়েলের পরাজয় ঘটেছে।

হামাসের আক্রমণে যে ১ হাজার ১৩৯ ইসরায়েলি নাগরিকেরা নিহত হয়েছেন, যাঁরা জিম্মি থাকা অবস্থায় মারা গেছেন, কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে যে কয়েক শ সৈন্য মারা গেছেন, তাঁদের মৃত্যু সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসরায়েল এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে সাম্প্রতিককালে ইউরোপের তিনটি দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন অবস্থাদৃষ্টে এমন বলাই যথাযথ যে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং পশ্চিমের কয়েকটি দেশ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার মতো দেশের সংখ্যা হাতে গোনা যায়।

ইসরায়েলের অনুসৃত নীতি এখন পৃথিবীর বিরাটসংখ্যক মানুষের কাছেই অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পরিণত হয়েছে এবং গাজায় ইসরায়েলের নৃশংসতা 'গণহত্যা' বলেই বিবেচিত হচ্ছে। সম্ভবত এ কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না, এই যুদ্ধের ফলে কেবল ফিলিস্তিনিদের পক্ষেই সমর্থন বেড়েছে, তা নয়, হামাসও আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করার নামে যে অভিযান চালিয়েছে, সেই অভিযানের ফল হয়েছে হামাসের প্রতি একধরনের সহানুভূতি তৈরি হওয়া। ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী রাজনিতিবিদ এবং সামরিক কৌশলপ্রণেতারা হামাসকে বাদ দিয়ে গাজায় যে শাসনের কথা এখনো বলছেন, তা আসলে এক অবাস্তব কল্পনামাত্র। সেটা যুদ্ধের সূচনায় যেমন স্পষ্ট ছিল, এখনো তেমনি সত্য। ('হামাস ধ্বংস হলে গাজার ক্ষমতায় থাকবে কে', প্রথম আলো, ১৭ অক্টোবর ২০২৩)।

শুধু তা-ই নয়, এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আদালতেরও মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যুদ্ধবিরতিকে কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে গত কয়েক সপ্তাহে ইসরায়েলি সরকারের যে একধরনের টানাপোড়েন দেখা যাচ্ছে, তার কারণ এটা মনে করার অবকাশ নেই যে ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন হ্রাস পেয়েছে। এই টানাপোড়েনের অন্যতম কারণ হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন চান যে সাময়িকভাবে হলেও এই যুদ্ধের অবসান দরকার যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে। ডেমোক্রেটিক পার্টির একটা অংশ এখন উপলব্ধি করতে পারছেন যে ইসরায়েলের প্রতি বাইডেন সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্রমেই সমস্যা–সংকুল হয়ে উঠেছে।

যদিও ইসরায়েলের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থনের ব্যাপারে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব ও রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে ফারাক নেই বললেই চলে।

কংগ্রেসে দুই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য একই অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ইসরায়েলের এই 'সামরিক পদক্ষেপের' প্রতি সমর্থন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

গত বছরের নভেম্বরে গ্যালপের করা জরিপে দেখা গিয়েছিল যে ৫০ শতাংশ মানুষ সমর্থন করে, বিরোধিতা করে ৪৫ শতাংশ মানুষ। মার্চ মাসে সেটা দাঁড়ায় ৫৫ শতাংশ বিরোধিতা করে, সমর্থন করে ৩৬ শতাংশ মানুষ। মে মাসের গোড়াতে এবিসি টেলিভিশনের করা জনমত জরিপে বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলের পক্ষে যা করছে, তা অতিরিক্ত বলে মনে করেছে ৪০ শতাংশ মানুষ, যা জানুয়ারির তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি।

জনমতের এই পরিবর্তনের পাশাপাশি যা ঘটছে, তা একার্থে অভূতপূর্ব। ৭ এপ্রিল থেকে ২১ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। গ্রীষ্মকালের ছুটি শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এখন এই বিক্ষোভগুলো শেষ হয়েছে। কিন্তু এই বিক্ষোভগুলো যুক্তরাষ্ট্রে যা কিছু দিন আগেও ছিল প্রায় ট্যাবুর মতো বিষয়, কিংবা যা ছিল সংখ্যালঘুদের মধ্যকার আলোচনার বিষয়, তা এখন মূল ধারায় চলে এসেছে।

এটা হচ্ছে প্রকাশ্যে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষ করে ফিলিস্তিন বিষয়ে তার নীতির সমালোচনা। এগুলোকে মার্কিন গণমাধ্যম এবং রাজনীতিবিদের একাংশ 'অ্যান্টিসেমিটিজম' বলে বর্ণনা করলেও এর প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করার কোনো উপায় আর নেই।

এই সূত্রে তরুণ সমাজ, মুসলিম ও আরব জনগোষ্ঠীর ভেতরে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, তা বাইডেনের পুনর্নির্বাচনের পথে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তার প্রতি অনুগতদের মধ্যে যে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এখন এই বিষয়ে বাইডেন প্রশাসনের একধরনের নমনীয় অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু বাইডেন বা তাঁর প্রশাসন যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থাই নিতে পারবে না, সেটা সবার জানা।

গাজার এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের খোলামেলা, বিরতিহীন, অকুণ্ঠ সমর্থন সত্ত্বেও ইসরায়েলের ওপরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব নেই বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং যেই দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি সামরিক সাহায্য করে থাকে, তাঁর ওপর বাইডেন প্রশাসনের কোন ধরনের প্রভাব না থাকাকে কেবল মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতা বলেই মনে করা হচ্ছে, তা নয়, বাইডেন প্রশাসনের ব্যর্থতা বলেও দেখা হচ্ছে।

এটি বাইডেন এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্যে একটা বড় ধরনের নেতিবাচক বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। মার্কিন নির্বাচনে দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে না, এত দিনের এই ধারণা সম্ভবত এখনো সঠিক। কিন্তু সেই পররাষ্ট্রনীতি যখন দেশের ভেতরে ভোটারদের ভেতরে একধরনের অস্বস্তি তৈরি করে, তখন তা ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। ১৯৬৮ সালের নির্বাচন তার একটা উদাহরণ।

গাজায় মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত আছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড চলছেই, মানবিক বিপর্যয় চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা খাদ্য ও চিকিৎসা-সুবিধা বঞ্চিত বললে সামান্যই বলা হয়। কিন্তু এর শেষ কবে হবে, অন্তত সাময়িকভাবে তাতে বিরতি ঘটবে কি না, সেটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখন প্রধান বিবেচ্য হয়ে উঠেছে ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। এই পরিস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক বলাই যথেষ্ট নয়, অমানবিক বলাই যথাযথ।

*আলী রীয়াজ ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি*

*সৌ: প্র: আ:*

ইয়াসার ইয়েকিস

# বেকায়দায় পড়া এরদোগান কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন

তুরস্কের জনসাধারণের একটি অংশ আগাম নির্বাচনের পক্ষে। তার মানে হচ্ছে, ২০২৮ সালের আগেই তাঁরা একটা জাতীয় নির্বাচন চান। এর কারণ হলো, ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচন এবং এ বছরের পৌর নির্বাচনের ফলাফল এই বার্তা দিচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (একেপি) শক্তি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

পরের জাতীয় নির্বাচন ২০২৮ সালে হোক কিংবা তার আগে হোক, আমাদের এরদোগানের অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের এটা মনে রাখা দরকার যে ইস্তাম্বুলের মতো নগরের সফল মেয়র ছিলেন এরদোগান। এরপর তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে এরদোগান তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ইস্তাম্বুলের মেয়র হিসেবে এরদোগান যখন দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সে সময়টা তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্য ছিল টালমাটাল একটা সময়। বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো একটা স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যাহোক, এই রাজনৈতিক আবহেই একেপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দলটি ভালোভাবেই দেশ পরিচালনা করতে থাকে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুর দিক পর্যন্তকে একেপির নীতি নিয়ে খুব কমই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরে একেপি জনমত তাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য সবকিছুই করে যাচ্ছে। সমর্থন হারানোর পরও এখন পর্যন্ত ক্ষমতা ধরে রাখতে পারার পেছনে তুরস্কের অতি দক্ষিণপন্থী ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট পার্টিকে ধন্যবাদ দিতেই পারে তারা। যাহোক, প্রতিটি নতুন নির্বাচনে সমর্থন হারাচ্ছে একেপি।

১৯৯০-এর দশকের শেষ ভাগে তুরস্কের যে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, সেটাই এরদোগানের নেতৃত্বে তথাকথিত সংস্কারবাদী আন্দোলন করতে সহায়তা করেছিল। এ পরিস্থিতিতেই এরদোগানের নেতৃত্ব একেপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২০০২ সালের নির্বাচনে নতুন দল একেপি প্রথমবার অংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল।

পরবর্তী দুটি নির্বাচনে খুবই স্বচ্ছতার সঙ্গে একেপি নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছিল। কিন্তু তৃতীয়বার নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর দলটির মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব দেখা যায়। দলের অনেক সদস্য ভাবতে শুরু করেন, ক্ষমতার সুবিধা তাঁদের ভোগ করা দরকার।

নতুন প্রজন্মের অনেকে তুরস্কের রক্ষণশীল মূল্যবোধকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। একটা পাথুরে ও একটি কঠিন প্রান্তরের মাঝখানে আটকা পড়া এরদোগান ব্যাপক চাপে আছেন। তিনি কি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর হারানো জনপ্রিয়তা ফেরত আনতে পারবেন? এমন বেকায়দায় পড়ার পরও এরদোগান এখনো শক্তিশারী রাজনৈতিক নেতা। তাঁর হাতে এখনো অনেক কিছু, যা দিয়ে তিনি পরিস্থিতিকে তাঁর নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম।

এরদোগানের রাজনৈতিক অবস্থান তৈরিতে আরেকটি দিকও ভূমিকা পালন করেছে। সে সময় তুরস্কের জনগণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম হয়েছিল নতুন রাজনৈতিক দল যেন ক্ষমতায় আছে। ২০০২ সালে যখন একেপি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল দূষিত। আমি নিজেও একেপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। আমার মনে আছে, এরদোগান ছিলেন অন্য রাজনৈতিক নেতাদের থেকে স্বতন্ত্র। অনেক কিছুই তিনি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে ভিন্নভাবে করতে পারতেন। বিভিন্ন নীতি নিয়ে তিনি যখন বিতর্ক করতেন, তখন আমার কাছে মনে হতো এরদোগানের প্রস্তাবটিই অন্যদের চেয়ে ভালো।

যাহোক, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে এরদোগানের একেপির প্রতি জনসমর্থন কমতে শুরু করে। এ বছরের পৌর নির্বাচনে দলটি বেশির ভাগ আসন হারিয়েছে। প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি বেশির ভাগ পৌরসভায় বিজয়ী হয়েছে। এটা আগামী জাতীয় নির্বাচনে একেপির ব্যর্থতার পূর্বলক্ষণ হতে পারে। রাজনীতিতে আমাদের সব ধরনের বিস্ময়ের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হয়, সেটা ভালো হোক আর মন্দ হোক।

ক্ষমতার দ্বিতীয় দশকে এসে একেপির সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতি (তুরস্কে সব সময় বড় পরিসরে দুর্নীতি ছিল) বাড়তে শুরু করে। বেশ কিছু গ্যাং লিডার আমলাতন্ত্র, নিরাপত্তা সংস্থা ও রাজনৈতিক অভিজাতদের ব্যবহার করে নিজেদের পথ তৈরি করে নিয়েছে। এরদোগান তার দলের ভেতরের এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন। একটা বিষয় হলো, প্রেসিডেন্ট এরদোগানের বড় করে দেখার দৃষ্টি আছে। তুরস্কে তিনি বেশ কিছু বড় প্রকল্পও করেছেন। কিন্তু তুরস্কের জনমতের একটা অংশ প্রচণ্ডভাবে এসব প্রকল্পের বিরোধিতা করেছে।

এরদোগান চিন্তার দিক থেকে রক্ষণশীল। তুরস্কে রক্ষণশীলরাই আধিপত্য করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের রক্ষণশীলতা আর তুরস্কের রক্ষণশীলতার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। ১৯২০-এর দশকে কামাল আতাতুর্কের সংস্কারবাদী আন্দোলন তুরস্ককে কিছুটা ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সেই সংস্কারের যে প্রভাব, তার বিরুদ্ধে তুরস্ককে এখনো লড়াই করতে হচ্ছে।

যাহোক, নতুন প্রজন্মের অনেকে তুরস্কের রক্ষণশীল মূল্যবোধকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন। একটা পাথুরে ও একটি কঠিন প্রান্তরের মাঝখানে আটকা পড়া এরদোগান ব্যাপক চাপে আছেন। তিনি কি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর হারানো জনপ্রিয়তা ফেরত আনতে পারবেন?

এমন বেকায়দায় পড়ার পরও এরদোগান এখনো শক্তিশারী রাজনৈতিক নেতা। তাঁর হাতে এখনো অনেক কিছু, যা দিয়ে তিনি পরিস্থিতিকে তাঁর নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম।

*ইয়াসার ইয়েকিস তুরস্কের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী*

*আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত*

## প্রথম নজর

# হজে গিয়ে সঙ্কটের মধ্যে পড়লেন ২৮ ব্যক্তি

**আপনজন ডেস্ক:** হজ পালনের অনুমতি নেই এমন ২৮ জনকে সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ৮ সন্দেহভাজনকে আটক করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। চক্রের ওই আট সদস্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে ২৮ জনের ভাগ্যে কী ঘটবে তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি।

বুধবার (৫ জুন) দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) বরাতে এমন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আরব নিউজ।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হজ নিরাপত্তা বাহিনী মক্কার প্রবেশপথে আট সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে অবৈধভাবে কমপক্ষে ২৮ জনকে হজ পালনের কথা বলে নিয়ে যান তারা। সন্দেহভাজন এই আটজনের মধ্যে তিনজন বিভিন্ন দেশের নাগরিক আর পাঁচজন সৌদি নাগরিক। তবে ওই তিনজনের জাতীয়তা প্রকাশ করা হয়নি। হজের নিয়ম ও প্রবিধান লঙ্ঘনের জন্য থামানো হয়েছিল যারা হজ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। হজ এজেন্সির এসব কর্মীর প্রত্যেককে কমপক্ষে ১৫ দিন কারাগারে বন্দী থাকতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে জরিমানা খুনতে হবে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল। এর আগে, ভিজিট ভিসায় সৌদি আরবে এসে হজ পালনের অনুমতি না নিয়ে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করার অপরাধে ২০ হাজারের বেশি দর্শনার্থীকে জরিমানা করা হয়। সৌদি আরবের জননিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থা জেনারেল ডিরেক্টরেট অব পাবলিক সিকিউরিটি জানিয়েছে, দোষী ব্যক্তি যে পদধারী হোক না কেন আইন অমান্য করায় তাকে শাস্তি পেতে হবে। ২ জুন থেকে সৌদি আরবে কার্যকর করা হয় পবিত্র হজবিষয়ক আইন ও নির্দেশনা অমান্য করার শাস্তি। এটি বহাল থাকবে ২১ জুন পর্যন্ত। হজ পালনের অনুমতি ছাড়া পবিত্র নগরীতে কোনো হজযাত্রীকে পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে ১০ হাজার সৌদি রিয়াল জরিমানা করবে। এর আওতায় রয়েছেন সৌদি নাগরিক ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দাও। কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে উল্লেখ করেছে, কেউ অনুমতি ছাড়া হজযাত্রীদের পরিবহন করলে তাকে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়া হতে পারে এবং ৫০ হাজার সৌদি রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৫ লাখ টাকা।

মক্কা নগরী, কেন্দ্রীয় এলাকা, পবিত্র স্থান, হারামাইন ট্রেন স্টেশন, নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট, স্ক্রিনিং সেন্টার এবং অস্থায়ী নিরাপত্তা চেকপয়েন্টের দেয়া অনুমতি ছাড়া হজ পালন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ আইন লঙ্ঘন করার সময় ধরা পড়া বাসিন্দাদের তাদের নিজ দেশে নির্বাসিত করা হবে এবং আইন অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৌদিতে পুনরায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে।

যদি কোনো ব্যক্তি যথাযথ অনুমতি ছাড়া হজযাত্রীদের পরিবহনে ধরা পড়ে, তবে তাকে শাস্তি ভোগ করার পরে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে আর সৌদি আরবে ঢুকতে দেয়া হবে না।

# ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিলো জাতিসঙ্ঘের ১৪৬ দেশ

**আপনজন ডেস্ক:** গাজা যুদ্ধ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য বৈশ্বিক চাপকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এরই মধ্যে জাতিসঙ্ঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ১৪৬টি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে।

আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার স্লোভেনিয়া ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দানকারী দেশের তালিকায় সর্বশেষ নাম লিখিয়েছে। এটি এ কথাই প্রমাণ করে যে পশ্চিমা দেশগুলোর দীর্ঘকাল ধরে লালন করা দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙেছে। তারা আগে চিন্তা করতো যে ফিলিস্তিনিরা কেবল ইসরাইলের সাথে শান্তি আলোচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। সূত্রটি আরো জানিয়েছে, স্লোভেনিয়া মূলত স্পেন, আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ের পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে। তারা গত গত সপ্তাহে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাদের এ পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়েছিল ইসরাইল। কিন্তু সেটার তোয়াক্কা করেনি ইউরোপীয় ওই দেশগুলো।

আল জাজিরা জানায়, জাতিসঙ্ঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪৬টি এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে এই তালিকার বেশিরভাগ দেশ মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়া তাদের স্বীকৃতি দেয়নি।

# ট্রায়াল হিসেবে কয়েক হাজার রোগীকে প্রথমবার ক্যান্সারের টিকা দিচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন

**আপনজন ডেস্ক:** ব্যবহার হচ্ছে ফাইজারের করোনা টিকায় ব্যবহৃত এমআরএনএ প্রযুক্তিআসন্ন ক্যান্সার ভ্যাকসিন ট্রায়ালের জন্য রোগীদের বাছাই করেছে ইউনাইটেড কিংডমের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস। এই প্রযুক্তি ক্যানসারের কোষগুলিকে ধ্বংস করতে সাহায্য করবে বলে আশাবাদী গবেষকরা। ব্যবহার হচ্ছে ফাইজারের করোনা টিকায় ব্যবহৃত একই এমআরএনএ প্রযুক্তি।

সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের রিপোর্টে বলা হয়েছে, রোগীদের মধ্যে যারা মেডিকেল টেস্টে উত্তীর্ণ হবেন তারাই শুধুমাত্র এই ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবেন। রোগীদের রক্তের ও টিস্যুর নমুনা নিয়ে। প্রতিটি জ্যাবকে মানুষের ডিএনএ-তে কাস্টমাইজড করার জন্য অত্যাধুনিক এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করবে চিকিৎসকরা। এমআরএনএ শরীরকে লড়াই করার জন্য বিশেষ ধরনের ভাইরাল প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয়, যা কোভিডের মতো রোগের জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার অ্যান্টিজেন উৎপাদন করতে সাহায্য করে। একই ভাবে এমআরএনএ প্রযুক্তি ক্যানসার কোষ খুঁজে বার করতে এবং ধ্বংস করার জন্য শরীরের প্রতিরোধতন্ত্রকে নির্দেশ দেবে, এমনটাই মনে করছেন গবেষকেরা। এনএইচএস জানিয়েছে, ভ্যাকসিন লঞ্চ প্যাড নামে পরিচিত এই প্রোগ্রামে ইতিমধ্যে কয়েক ডজন লোকের তালিকা করা হয়েছে। এছাড়াও যুক্তরাজ্য ও এর আশে পাশের কয়েক হাজার রোগীকে ট্রায়াল টিকা দেওয়ার জন্য ৩০ টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

টিকা দেওয়ার জন্য আপাতত সংস্থাটি মূত্রাশয়, কোলোরেক্টাল, কিডনি, ফুসফুস, ত্বক এবং অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের রোগীদের সন্ধান করছেন বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এনএইচএস ইংল্যান্ডের প্রধান আমান্ডা প্রিচার্ড বলেন, যেহেতু এই ট্রায়ালগুলির বেশির ভাগই সারাদেশের হাসপাতালগুলিতে চলছে, আমাদের জাতীয় ম্যাচমেকিং পরিষেবা নিশ্চিত করবে যতটা সম্ভব যোগ্য রোগী যেনো এই টিকার আওতায় আসে।

শিকাগোতে আমেরিকান সোসাইটি অফ ক্লিনিক্যাল অনকোলজি সম্মেলনের আগে জানানো হয়, এনএইচএস প্রোগ্রামটি জার্মান ভ্যাকসিন নির্মাতা বায়োএনটেকের সঙ্গে এই ট্রায়াল প্রক্রিয়া শুরু করবে।

# রাজনৈতিক স্বার্থে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছেন নেতানিয়াহু: বাইডেন



**আপনজন ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে গাজায় হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ পরিচালনার ক্রমাগত সমালোচনা করছেন। নতুন এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, তার কাছে এটি মনে করার 'যৌক্তিক কারণ' আছে যে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাঁচাতে গাজায় যুদ্ধ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রিটিশ সাময়িকী টাইমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকারটি মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। বাইডেন বলেছেন, যুদ্ধ-পরবর্তী গাজার ভবিষ্যৎ কী হবে, সে বিষয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার 'বড় ধরনের মতানৈক্য' আছে। একই সঙ্গে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার পর দেশটি গাজায় যা করেছে, সেটিকেও বাইডেন 'অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

যুদ্ধের আট মাস পূর্তির কাছাকাছি সময়ে ইসরায়েলি নেতা সংঘাতের অবসান ঘটাতে বাইডেন এবং অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের কাছ থেকে পরস্পরবিরোধী দাবির মুখোমুখি হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি সংসদের ডানপন্থী আইনপ্রণেতারা বলেন, গাজায় হামাসের নিয়ন্ত্রণের শেষ অবশিষ্টাংশ মুছে না ফেলে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলে তারা নেতানিয়াহুর প্রতি সমর্থন উঠিয়ে নেবেন এবং তার সরকারকে উৎখাত করবেন।

গত শুক্রবার বাইডেন গাজার যুদ্ধবিরতি নিয়ে তার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনা প্রকাশের অনেক আগেই তিনি টাইমকে সাক্ষাৎকার দেন। টাইম বাইডেনের কাছে জানতে চায় যে, নেতানিয়াহু ইচ্ছা করেই রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাঁচানোর লক্ষ্যে এই যুদ্ধ এগিয়ে নিচ্ছেন কি না?

জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, লোকজনের কাছে এমন উপসংহারে পৌঁছানোর মতো যথেষ্ট কারণ আছে। এ সময় তিনি জানান, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সৃষ্টি নিয়ে তার এবং নেতানিয়াহুর মধ্যে বড় ধরনে মতানৈক্য আছে। তিনি আরো বলেন, নেতানিয়াহুর সঙ্গে আমার প্রধান মতবিরোধ হলো, গাজা (যুদ্ধ) শেষ হওয়ার পরে কী হবে? ইসরায়েলি বাহিনী কী ঘরে ফিরে যাবে?

এদিকে, গাজায় চলমান যুদ্ধ বন্ধে তিন দফার যে প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, হামাস যদি তা মেনে নেয়, তাহলে ইসরায়েলও তা গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবি। তিনি বলেন, হামাস এই প্রস্তাব মেনে নিলে ইসরায়েলও তাতে হ্যাঁ বলবে বলে প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্রের। আমরা হামাসের কাছ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আশা করেছে, উভয় পক্ষই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিকল্পনার প্রথম ধাপ শুরু করতে সম্মত হবে।

# মার্কিন হাউজে আইসিসির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বিল পাস

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ার জারি করার দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। বুধবার (৫ জুন) সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৪২ জন ডেমোক্র্যাটদের যোগদানে ২৪৭-১৫৫ ভোটে বিলটি পাস হয়েছে। কোনো রিপাবলিকানই 'না' ভোট দেননি। তবে দুই কর্মকর্তা ভোটদানে বিরত ছিলেন। বিলে বলা হয়েছে, আইসিসির যেসব কর্মকর্তা এই মামলার সাথে জড়িত, তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে তাদের যে কোনো ভিসা প্রত্যাহার এবং দেশের ভেতরে তাদের যে কোনো সম্পত্তি লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে। এটা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সুরক্ষিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার না করে। এই বিলটি আইনে পরিণত করার কোনো পরিকল্পনা নেই যুক্তরাষ্ট্রের। তবে আন্তর্জাতিক মহলের সমালোচনার মধ্যেই দেশটির এমন পদক্ষেপ ইসরায়েলের প্রতি অব্যাহত সমর্থনকেই প্রকাশ করছে।

এর আগে গত মাসে আইসিসি প্রসিকিউটর করিম খান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরো প্রধান ইসমাইল হানিয়াহ, ইয়াহিয়া সিনওয়ারসহ ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটির তিন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আবেদন করেছিলেন। এক বিবৃতিতে করিম খানের দফতর জানিয়েছে, নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্ট ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায় গত ৮ অক্টোবর থেকে সংঘটিত 'যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' এর জন্য দায় বহন করেন। একই সঙ্গে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার জন্য হামাসের তিন নেতা- ইসমাইল হানিয়াহ, ইয়াহিয়া সিনওয়ার এবং মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

এখন হামাস ও ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিষয় বিবেচনা করবেন আইসিসির বিচারপতিদের একটি প্যানেল। মূলত করিম খানের অফিসের উপস্থাপিত প্রমাণগুলো মূল্যায়ন করবেন তারা। এদিকে করিম খানের ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদনের পরই এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনও হুমকি দিয়েছিলেন, আইসিসির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য তিনি দলমত-নির্বিশেষে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে কাজ করবেন।

# ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে স্লোভেনিয়ার সংসদে বিল পাস

**আপনজন ডেস্ক:** ইউরোপের দেশ স্লোভেনিয়ার পার্লামেন্ট রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে একটি বিল (ডিক্রি) পাস হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এ বিল পাস হয়। সরকার-সমর্থিত বিলের পক্ষে স্লোভেনিয়ার পার্লামেন্টের ৯০ সদস্যের মধ্যে ৫১ জন ভোট দেন। এর আগে ঘণ্টা ছয়েক বিলটি নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক হয়।

খবর অনুসারে, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা ভোটাভুটি বর্জন করেন। তাদের মধ্যে একজন ভোটাভুটির সময় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভোট দেননি।

ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির বিষয়ে গণভোট আয়োজনের দাবি তুলেছিলেন বিরোধীরা। তবে বিলের পক্ষে ভোট দেওয়া ৫২ সংসদ সদস্য সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন।

ভোটাভুটির পর স্লোভেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট গোলব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট দেন। এতে তিনি লিখেন, আজ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এই উদ্যোগ পশ্চিম তীর আর গাজায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের কাছে আশার বার্তা পৌঁছে দেবে।

গত সপ্তাহে ইউরোপের তিন দেশ স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর একই উদ্যোগ নেয় স্লোভেনিয়া সরকার।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# মেক্সিকো সীমান্তে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ বাইডেনের

**আপনজন ডেস্ক:** নির্বাচনের আগে মেক্সিকো সীমান্ত নিয়ে কঠোর অবস্থান নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শরণার্থীদের ভিড় এবং রাজনৈতিক চাপ বেড়ে যাওয়ায় দেশের দক্ষিণ সীমান্ত সাময়িক বন্ধ রাখার নির্বাহী আদেশ দিয়েছেন বাইডেন।

আদেশ অনুযায়ী, মেক্সিকো সীমান্তে দৈনিক আশ্রয় আবেদন আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গেলে অবিলম্বে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ মেক্সিকো সীমান্তে দৈনিক ২৫০০ হাজারের বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হলে সীমান্ত অভিবাসন প্রত্যাশীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে।

সীমান্ত বন্ধের নতুন এই আদেশ মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকেই কার্যকর হবে বলে এক ঘোষণায় জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

তবে বর্তমানে সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাটি আদেশের উল্লেখ করা সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি, ফলে আদেশ সই হওয়ার পরেই সীমান্ত সিল করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, অভিবাসন প্রত্যাশীরা মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।

আদেশে আরো বলা হয়েছে, কেউ অনুপ্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেক্সিকোয় ফিরিয়ে দেয়ার বয়বস্থা করতে হবে। আমেরিকায় তাকে আশ্রয়ের কোনো রকম সুযোগ দেওয়া হবে না। সীমান্তে গ্রেফতারের সংখ্যা দেড় হাজারের নিচে নামলে ফের এই নির্দেশ বদল করা হবে। তবে অভিভাবকহীন নাবালকেরা এই আইনের অন্তর্গত নয় বলে আদেশে জানানো হয়েছে। তবে পরিকল্পনা করে নিয়ম মেনে যে কেউ শরণার্থী হওয়ার আবেদন করতে পারেন।

পরবর্তীতে হোয়াইট হাউসে এক বক্তৃতায় বাইডেন বলেন, আমেরিকার সীমান্ত সুরক্ষিত করতে আজ যে সিদ্ধান্ত নিলাম, রিপাবলিকানরা আজ অবধি তা নিয়ে উঠতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সময় ৬৪ লাখেরও বেশি অভিবাসীকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা বন্ধ করা হয়েছে।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৪ মি.

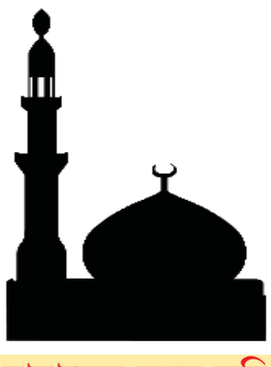

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৩.১৯ | ৪.৫১ |
| যোহর | ১১.৩৯ | |
| আসর | ৪.১২ | |
| মাগরিব | ৬.২৪ | |
| এশা | ৭.৪৫ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৫২ | |

# ঘাঁটিতে বিস্ফোরণে ৯ ইসরায়েলি সেনা আহত

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলের দক্ষিণে সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) ঘাঁটিতে বিস্ফোরণে ৯ জওয়ান আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, মঙ্গলবার দক্ষিণ ইসরায়েলের একটি ঘাঁটিতে বিস্ফোরণে এই নয় সেনা আহত হয়েছে।

আইডিএফের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই সেনা গুরুতর আহত হয়েছেন, অন্য দুজন মাঝারি আঘাত পেয়েছেন এবং অন্য পাঁচজন সামান্য আহত হয়েছেন।

# লেবাননে মার্কিন দূতাবাসে বন্দুকধারীর হামলা

**আপনজন ডেস্ক:** লেবাননের রাজধানী বৈরুতের উত্তর এলাকার মার্কিন দূতাবাসে বন্দুক হামলা করা হয়েছে। বুধবার (৫ জুন) সকালে গোলাগুলি ঘটেছে বলে লেবাননের সেনা কমান্ডের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'লেবাননে মার্কিন দূতাবাসে এক সিরীয় নাগরিক গুলি চালিয়েছিল। এসময় ওই এলাকায় মোতায়েন থাকা সেনা সদস্যরা পাল্টা গুলি চালালে ওই বন্দুকধারী গুলিবিদ্ধ হন এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পৃথক এক বিবৃতিতে মার্কিন দূতাবাস নিশ্চিত করেছে, স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩৪ মিনিটে দূতাবাসের প্রবেশপথের কাছে 'হালকা অস্ত্রের' গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে।

দূতাবাস বলেছে, 'এলএএফ (লেবাননের সশস্ত্র বাহিনী), আইএসএফ (অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী) এবং আমাদের দূতাবাসের নিরাপত্তা দলের দ্রুত পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ, আমাদের সুবিধা এবং আমাদের দল নিরাপদে রয়েছে।' এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মোটরসাইকেলে করে আসা তিন বন্দুকধারী দূতাবাসে হামলা চালালে ব্যাপক গোলাগুলি ও সংঘর্ষ হয়। খবরে বলা হয়েছে, একজন হামলাকারী নিহত হয়েছেন, আরেকজন আহত হয়েছেন।

# মরক্কোতে মিথানল বিষক্রিয়ায় ৮ জনের মৃত্যু

**আপনজন ডেস্ক:** মরক্কোতে মিথানল বিষক্রিয়ায় আটজন মারা গেছেন। রাজধানী শহর রাবাতের উত্তরে সিদি আল্লাল তাজি এলাকায় মিথানলে ভেজাল বুটলেগ অ্যালকোহল পান করে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে বুধবার (৫ জুন) জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিথানল বিষপানের কারণে আরো ৮১ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মঙ্গল ও বুধবারে তারদের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে।

তারা আরো জানিয়েছে, এ ঘটনার তদন্ত করছে কর্তৃপক্ষ।

মিথানল বা মিথাইল অ্যালকোহল হচ্ছে স্পিরিটের সবচেয়ে অশোধিত পর্যায়। এটি হালকা, বর্ণহীন ও উগ্র গন্ধযুক্ত হয়। কাঠের বা প্লাস্টিকের কাজ, বার্নিশ বা রং করা অথবা ছাপাখানার কাজে মিথানল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মিথানল বিষক্রিয়ার সম্ভাব্য উপসর্গ:

মানুষের শরীরে মিথানল প্রবেশ করার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে উপসর্গ প্রকাশ হতে। শরীরে মিথানল প্রবেশ করার একটা নির্দিষ্ট সময় পর কিছু লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। মিথানল বিষক্রিয়া শুরু হলে মাথা ব্যথা, বমি হওয়া বা বমি ভাব হওয়া, বুকে জ্বালাপোড়া থেকে শুরু করে খিঁচুনিও হতে পারে।

# গাজায় শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৫

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের দুটি শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি স্থল ও বিমান হামলায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো বহু মানুষ। মধ্য গাজার বুরেইজ ও মাগাজি শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

বুধবার (৫ জুন) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ হাসপাতালের মাঠের বাইরে সাংবাদিকদের বলেন, 'গত কয়েক ঘণ্টায় ১৫ জনেরও বেশি শহীদ এবং কয়েক ডজন আহত আল-আকসা শহীদ হাসপাতালে পৌঁছেছেন।'

যদি মধ্য গাজার এই এলাকায় 'আগ্রাসন' বন্ধ না হয়, তবে নিহতদের সংখ্যা দ্রুত বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই মুখপাত্র বলেছেন, আল-আকসা শহীদ হাসপাতালই একমাত্র চিকিৎসা অবকাঠামো যা বর্তমানে এই এলাকার ১০ লাখেরও বেশি মানুষকে সেবা দিচ্ছে।

তিনি বলেন, এই হাসপাতালে আরো রোগীদের জায়গা দেওয়ার সুযোগ নেই। হাসপাতালটি ইতোমধ্যেই 'আহত লোকে উপচে পড়েছে', যাদের মধ্যে অনেককে মেঝেতে চিকিৎসা করা হচ্ছে। আল-আকসা শহীদ হাসপাতালের কর্মকর্তাদের মতে, পার্শ্ববর্তী মাগাজি শরণার্থী শিবিরের আরেকটি বাড়িতে হামলায় দুইজন নিহত হয়েছেন।

প্রথম নজর

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নানা কর্মসূচি বীরভূমে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম



আপনজন: ৫ ই জুন "বিশ্ব পরিবেশ দিবস"। সেই উপলক্ষে টুমোরোজ ফাউন্ডেশন নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনগর ব্লকের লাটুতলা গ্রামে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় খোলা আকাশের নীচে প্রাকৃতিক পরিবেশে।"আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও সুন্দর পৃথিবী রক্ষা করি"- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহ প্রভাব আজ পরিলক্ষিত। অনাবৃষ্টি, খরা, ঘনঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে গাছপালা সহ প্রাণীকুল নানান ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জীবন ও জীবিকার উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে ব্যাপকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য। বৃক্ষ রোপণ, বনভূমি রক্ষা, জলাভূমি পুনরুদ্ধার, জৈব ও প্রাকৃতিক মাটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।পাশাপাশি মাত্রাতিরিক্ত প্লাস্টিক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আনা। উক্ত কথা গুলির উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজনগর- খয়রাশোল শাখার ফিল্ড কর্মী অমলেন্দু ঘোষ, টুম্পা চৌধুরী, মধুসূদন মন্ডল প্রমুখ। অন্যদিকে সিউড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তৃপ্তিস ফাইন আর্টস এবং তৃপ্তি মোটো প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষ থেকে সিউড়ির বাগানবাসী নামক অন্য এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে শতাধিক বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। চারাগুলো তুলে দেন সংস্থার কর্ণধার তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়।

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আত্রেয়ী নদীর পারে সাইকেল যাত্রা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট



আপনজন: মরুকরণ প্রতিরোধ করতে এবং ভূমি পুনরুদ্ধারে, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায়, নদীর গুরুত্ব বোঝাতে আত্রেয়ী নদীর কল্যাণী ঘাট থেকে নদীর পার ধরে সাইকেল যাত্রা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটেও নদীর পার ধরে সাইকেল যাত্রায় অংশ নেয় সংগঠনের সদস্যরা। নদীর কাছে এসো। নদীকে ভালোবাসো। এই বার্তাকে সামনে রেখে বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর সদরঘাট থেকে পাগলিগঞ্জ অবধি চলে সাইকেল যাত্রা।

উল্লেখ্য, গত ৭ ও ৮ মে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে নদী পুনরুজ্জীবন সম্মেলনে ১৫ টি রাজ্যের নদী ও পরিবেশ কর্মী দের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে ৫১ টি নদী যাত্রা হবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে। যা পরবর্তীতে রাজ্যস্তরের নদী পুনরুজ্জীবন প্রশিক্ষণ শিবিরে নদী যাত্রার রূপরেখা তৈরি হয়। সেই জন্যই দিশারী সংকল্প ও কমিউনিটি সাইকেল কমিউনিটির পক্ষে তুহিন শুভ্র মণ্ডল, অমল বসু, বিজন সরকার, সঙ্গীত কুমার দেব, সনাতন প্রামাণিক, মনোজ গাঙ্গুলি, উত্তম মুন্সি, পিন্টু বিশ্বাসরা আত্রেয়ী নদী যাত্রায় মানুষদেরকে লিফলেট দিয়ে নদী ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিলেন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে।

সেখানে ছিল নদীকে ভালোবাসা, নদী রক্ষার বার্তা। ভারত - বাংলাদেশে আত্রেয়ী নদী জলবন্টন চুক্তির দাবীও তুলে ধরা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জলাভূমি বাঁচানো, জল সঙ্কটের সমাধান, ক্ষতিকর প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ পরিহার, আবর্জনার সঠিক ব্যবস্থাপনার কথাও বলা হয়েছে।

এদিন নদীর পার ধরে যাত্রা পথের সমীক্ষায় উঠে আসে নদী পাড়ে আবর্জনা, নদী ভাঙন, নদীর চর বৃদ্ধি, মৎস্যজীবি দের সঙ্কট, অবাধ বালু উত্তোলনের কথা। শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আত্রেয়ী নদী, মাহিনগর, পরাণপুর, পাগলিগঞ্জে কাছ থেকে নদী পর্যবেক্ষণ করে পর্যালোচনা করেন নদী ও পরিবেশ কর্মীরা।

উদ্যোক্তা দিশারী সংকল্পের সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল বলেন ' বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের থিমকে মান্যতা দিয়ে আমরা নদী পুনরুজ্জীবনে জোর দিয়েছি। তাই এই নদী যাত্রা। আমরা আজকের সমীক্ষার ফল তুলে ধরব জেলা প্রশাসন, পৌরসভা ও পঞ্চায়েত গুলোতে। যদিও আমাদের কাছে একদিন নয় বছরের প্রতিটি দিনই পরিবেশ দিবস। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সমগ্র ভারতবর্ষের ৫১ নদী যাত্রার অন্যতম আত্রেয়ী নদী যাত্রা। আজ সাত কিলোমিটার সাইকেলে আত্রেয়ী নদী যাত্রা করা হয়।'

# ডিএনদাস স্কুলে শুরু হল পরিবেশ প্রকল্প



মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ডিসমগ্র শিক্ষা মিশনের আওতায় আজ বিদ্যালয়গুলিতে আরম্ভ হল সপ্তাহব্যাপী পরিবেশ প্রকল্প, যাতে যুক্ত থাকলেন প্রধানশিক্ষক সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী এবং স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা। কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে আজ পার্শ্ববর্তী দামোদর নদ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিবিড় প্রকৃতিপাঠে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক বাসুদেব মণ্ডল, দীপুসুন্দর মুখোপাধ্যায়, শিক্ষিকা সুনীতা সাহা, টুসু সরকার, সুশ্বেতা সাহা এবং অন্যান্যরা। নদীর ভৌগোলিক ব্যাপ্তি নিয়ে, বহুবিচিত্র উদ্ভিদরাজি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা জানল তাঁদের কাছে। সায়রপাড়া নামের গ্রামটিতে গ্রামীণদের সঙ্গে কথায় কথায় বর্ষা, সুরজ, মৌসুমী, সোহিনী, চিরশ্রী, মুনমুনরা জানল অনেক অজানা কথা যা বইতে জানা যায় না, জানতে হয় কৃষিজীবীদের নিত্যদিনের কাজকর্মে। প্রধানশিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত জানান, পরিবেশমুখিনতা আজকের পড়ুয়াদের প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এমনিতেই এই বিদ্যালয় প্রকৃতি মায়ের কোলে গড়ে উঠেছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গাছ চেনে আর তার ব্যবহার করতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# বৃক্ষরোপণ করে জয় উদযাপনের ডাক তৃণমূলের



জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষ রোপণ-এর মাধ্যমে লোকসভা ভোটের জয়কে উদযাপন করার ডাক দিলেন বর্ধমান ১ ও ২ এর তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব। 'বৃক্ষবন্ধু সমন্বয়' দলের পক্ষ থেকে বর্ধমান ২ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পরমেশ্বর কোনার ও অন্যদিকে বর্ধমান ১ এর ব্লক সভানেত্রী তথা বি ডি এ র চেয়ার প্রাসমন কাকলি গুপ্ত তা র হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই পরিবেশ রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। সেই সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা ভোটে জয়কে উদযাপন করতে গাছ লাগিয়ে চারপাশ আরও সবুজ করে গড়ে তোলার ব্যাপারে কর্মী সমর্থকদের উৎসাহিত করেন। বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্য সমর মণ্ডল ও কাকলি গুপ্ত তা আগামী দিনে জেলা পরিষদ ও বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদ থেকে চারা গাছ বিবি করার জন্য উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।

# ইকরা অ্যাকাডেমিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত



আপনজন: তেলিয়া ইকরা অ্যাকাডেমিতে সাড়ম্বরে পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস বৃক্ষ রোপণের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের পরে স্কুলে ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা অভিভাবক অভিভাবিকা দের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এলাকার জনসাধারণ কে পরিবেশ সচেতনতার উপর বিশেষ বার্তা দেওয়া হয় বৃক্ষরোপণ বিশেষ করে প্লাস্টিক ব্যবহার না করার আহ্বান জানায় ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক ইউনুস আলী মল্লিক কমিটির আরো একজন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আব্দুল জব্বার স্কুলের পরিচালক মিনাউল ইসলাম প্রধান শিক্ষিকা নাইমাতুন ইরিনা অ্যাকাডেমিক ইনচার্জ হালিমা খাতুন টিচার্স কমিটির সম্পাদিকা হালিমা বিবি সহ বিশিষ্টজনেরা অ্যাকাডেমির পরিচালক মিনাউল ইসলাম বলেন আমরা সারা বছর বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে এলাকার আপমর জনসাধারণ কে বিশেষ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করি। গত বছরগুলোর মতো এ বছরও বিশ্ব পরিবেশ দিবস আমরা পালন করেছি এ বছর আমাদের প্রচেষ্টা হল আমরা এলাকায় দুইশত চারা গাছ রোপণ করব তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বর্জন করার এবং প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ার এক মহান উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের স্কুলে তিনটি ক্যাটাগরি ডাস্টবিন আমরা ব্যবহার শুরু করব যাতে করে প্লাস্টিক এবং বর্জ্য পদার্থ গুলিকে আমরা আলাদা করে চিহ্নিতকরণ করতে পারি, আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যে মাটির উপরে বসবাস করছি যে পৃথিবীতে বসবাস করছি এই পৃথিবীকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব আমাদের এক পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব আমাদের পরিষ্কার এবং সবুজ এটাই আমাদের স্বপ্ন হোক এই প্রত্যাশা সকলের কাছে। অ্যাকাডেমিক ইনচার্জ হালিমা খাতুন ও প্রধান শিক্ষিকা নাইমাতুন ইরিনা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পরিবেশ সম্পর্কীয় বিশেষ বার্তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

# কচিকাঁচাদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন



তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: এই পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির কোলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় মানুষ সহ সমস্ত জীবকুল।প্রকৃতি যা দেয় তার কিছুই হয়তো ফেরত দেওয়া হয় না বরং মানুষের অত্যাচারে আরো বেশি নগ্ন হয়ে যায় প্রকৃতির সৌন্দর্য। তাই ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রকৃতিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার অঙ্গীকার নিলো হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা বিবেকানন্দ শিশু অঙ্গন। স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করলেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি শিশুদের পেয়ারা, আম, মেহগিনি ও কৃষ্ণচূড়া গাছ বিতরণ করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ অমল কৃষ্ণ মন্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা।

# সামশেরগঞ্জে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি



নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জল সংরক্ষণ নিয়ে বিশেষ সচেতনতা সভা এবং বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল সামশেরগঞ্জে। বুধবার জল জীবন মিশন প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর পাবলিক স্কুলে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য তহমিনা বিবি, জল জীবন মিশনের সামশেরগঞ্জ ব্লকের কো অর্ডিনেটর মাসুদ আলী, বিশিষ্ট দাস, আজহারউদ্দিন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

বৃক্ষরোপণ এর মত অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করায় জল জীবন মিশনের কর্তাদের সাধুবাদ জানান বিশিষ্ট জনেরা। জল সংরক্ষণের ব্যাপারে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বক্তব্য পেশ করেন কর্মকর্তারা।

# পরিবেশ দিবসে গাছের চারা প্রতিবন্ধীকে



সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: ৫ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির শাখা ১ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করা হয়। গাছ গ্রুপের সহযোগিতায় এই বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক কেশব কুমার ঘোষাল, পরিবেশ শিক্ষক মহঃ সেলিম সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা। এদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ছাত্র অরিত্র লাহা বিদ্যালয়ে ফোন করে পরিবেশ দিবসে বৃক্ষ রোপণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পরিবেশ শিক্ষক মহঃ সেলিম সহ কয়েকজন শিক্ষক তার বাড়িতে এসে ইন্ডোর প্লান্টে সহযোগিতা করেন। ছাত্রটি সাড়ে তিন বছর বয়সে ডুচেন পেশীবহুল ডিস্ট্রোফি নামক এক বিরল প্রগতিশীল রোগে আক্রান্ত হয়।।

# বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সুন্দরবন রক্ষার শপথ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং



আপনজন: বুধবার আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হল সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জে।চম্পা মহিলা সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামের ৫০০ অধিক মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।সুন্দরবন কে বাঁচানো,জীব বৈচিত্র,বন্যপ্রাণ রক্ষা ও দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে শপথ নিয়ে এবং সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের কচিকাঁচারা বৃক্ষ রোপণের সংকল্প নিয়ে 'সৃজন' নামক একটি নাটকের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষজনদের কে সচেতন করে। অনুষ্ঠান শেষে সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক ২০০ টি আমের চারা গাছ গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেয়।

অমল বাবু জানিয়েছেন, বিভিন্ন উপায়ে সচেতন করার পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণ জরুরী। না হলে সুন্দরবন কে রক্ষা যাবে না। ফলে সুন্দরবন কে রক্ষা করার স্বার্থে সকল কে এগিয়ে আসতে হবে এবং সেটা খুব জরুরী বিষয়।' উল্লেখ্য বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ঘাত প্রতিঘাত এর ফলে অবক্ষয় হতে শুরু করেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ কে স্বচ্ছ সবুজ সুন্দর গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব দরবারে ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানেই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রাখার জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেনতেন প্রকারে বাঁচাতেই হবে।অবশেষে দীর্ঘ দুবছর পর ইউনেস্কো ১৯৭৪ সালে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করে। সেই থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচি অনুযায়ী বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন-জঙ্গল সুন্দরবনকে রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরী।

সুন্দরবন শুধুমাত্র বাংলা কিংবা ভারতবর্ষের আলোচ্য বিষয় নয়। সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষায় সমগ্র বিশ্বে এক অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

১৯৮৪ সালের ৪ ঠা মে জাতীয় অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন।

# কলকাতা শহরে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পুলিশ



সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কলকাতা শহরে জীববৈচিত্র্য ও দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করার বার্তা দিতে আলিপুর বডিগার্ড লাইনসে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল। কলকাতা পুলিশের ৪ জন অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কলকাতা পুলিশের আওতাভুক্ত প্রতিটি ডিভিশনের ডিসি ও ট্রাফিকের একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল তিনি নিজে হাতে গাছ রোপণ করেন। কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল, তিনি নিজে হাতে গাছ তুলে দেন কলকাতা পুলিশের প্রত্যেক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের হাতে, তাঁদের নিজ নিজ ডিভিশনে গাছ রোপণের জন্য।

# ফ্রন্টপেজে বিশ্ব পরিবেশ দিবস



নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বুধবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া রোড রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সচেতনতা মূলক এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে ফ্রন্টপেজ পাবলিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। গাছ বাঁচাও, জীবন বাঁচাও স্লোগান ও সবুজ বিশ্ব গড়ার আহ্বান জানিয়ে নানা প্রকার ছোট বড় ফেস্টুন নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এলাকা পরিদর্শন করে। বৃক্ষরোপণ করার জন্য এলাকাবাসীদের কাছে আবেদন জানিয়ে এলাকায় ছাত্রছাত্রীরা প্রচার করে। ফ্রন্টপেজ এডুকেশনাল গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, ফ্রন্টপেজ পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল ইন্দ্রানী দাস সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিছিলে পা মেলান।

# বৃক্ষরোপণ করে দত্তক বিধায়কের



সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বাগনান যুবক বৃন্দের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে প্রায় ৬ ফুটের দুটি পাকুড় ও অর্জুন গাছ রোপণ করে দত্তক নেন বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুনাভ সেন। ওই গাছ দুটির পরিচর্যা তিনিই করবেন বলে জানিয়েছেন। তার সঙ্গে উদ্ধার হওয়া দুটি তিলা কাছিম কে এলাকার একটি নিরাপদ জলাশয়ে নিজে হাতে মুক্ত করে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষার আবেদন করেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী ও খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ঝিল্দন প্রধান, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক, সুমন্ত দাস, রঘুনাথ মান্না, ইমন ধাড়াপ্রমুখ, সুমন পাঠক প্রমুখ।

# গাছের চারা বিতরণ হরিহরপাড়ায়



রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: একদল যুবকের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও গাছের চারা বিতরণ। বুধবার সকাল থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী রকি খানের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া এলাকায় একাধিক বৃক্ষরোপণ করা হয় পাশাপাশি হরিহরপাড়া থানার মোড়ে পথ চলতি সাধারণ মানুষের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। প্রতিবছর জুন মাসের ৫ তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে হরিহরপাড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী রকি খান তিনি বলেন স্থানীয় যুবকবৃন্দদের কে নিয়ে বনসৃজন এর পরিকল্পনা করেছিলাম সেই মতো এলাকার যে সমস্ত ফাঁকা জায়গাগুলো রয়েছে সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গাছ লাগানো হল। লক্ষ্য আরো বেশি প্রকৃতি নির্মল হোক স্বচ্ছ হোক।

# সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এইড্স, এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ কর্মশালা

আপনজন ডেস্ক: দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমস্চ) এর উদ্যোগে ২২শে মে বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার অধীন রানিয়াছাল, ভেলানগর এবং নারায়ণপুর গ্রামে ৪৪ তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে এইচ.আই.ভি. এবং এইডস প্রতিরোধ, গর্ভবতী মা থেকে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধ, বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৬৮৩ জন মা, শিশু অংশ নেয়। ২৩শে মে ২০২৪ বাংলাদেশের বড়ইগ্রাম, হাড়িগাছা এবং কেঁচুয়াকোড়া গ্রামে এস.টি.ডি. এবং এইডস নিয়ন্ত্রণ, যৌনকর্মীদের যৌনতার বাণিজ্যিক উপযোগ নিরোধক, যৌনস্বাস্থ্য পরিষেবা, সচেতনা, সিফিলিস, গনোরিয়া, হেপাটাইটিস-বি, ক্ল্যামিডিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৭৬৫ জন গ্রামবাসী এবং যৌনকর্মী অংশগ্রহণ করে। ২৪শে মে ২০২৪ নেপাল রাষ্ট্রের অন্তর্গত গুলমি জেলার অধীন অমরপুর, রিদি এবং বাদাগাউন গ্রামে এইচ.আই.ভি. চিকিৎসা, একাধিক যৌনসঙ্গী পরিহার, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপী পরিষেবা, লিঙ্গভিত্তিক প্রভেদ নিষিদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৬৯২ জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে। ২৫শে মে ২০২৪



ভুটান রাষ্ট্রের অন্তর্গত মনগার জেলার অধীন কামপাসাডং, নামলিং এবং ডুগাং গ্রামে এইডস শনাক্তকরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এ.আর.টি. চিকিৎসা, এইডস সংক্রমিত রক্ত বা রক্তজাত দ্রব্য গ্রহণ, প্রতিরোধ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৮৮ জন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা অংশগ্রহণ নেয়। ২৬শে মে মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রপুর জেলার অধীন বিবেকনগর, ভাঠাডি এবং সুরগাঁও গ্রামে এইচ.আই.ভি. প্রতিরোধ, অবৈধ আন্তদেশীয় স্বাস্থ্যক্ষেত্রের শিকার মহিলা ও শিশু কন্যাদের সুরক্ষা, পূর্ণবাসন সহায়তা, সংক্রামিত সূচ, সিরিঞ্জ বা ধারালো যন্ত্রপাতি শোধন না করে পুনঃব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বর্জন, বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কার্যশালায় ৭৬৯ জন মহিলা, কিশোরী এবং গ্রামবাসী অংশ নেয়। কর্মশালায় পাচারে শিকার বারবণিতাতে আশ্রিত নাবালিকাদের এই সুরক্ষা, চিকিৎসা, ম্যাসাজ পার্লার, বিউটি পার্লার, রিসর্ট, নাইট ক্লাব, টুরিস্ট লজে এইডস সচেতনতা, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলনে নিরোধ ব্যবহার করার জন্য আহ্বান করা হয়। ২৭শে কেরালা রাজ্যের অন্তর্গত মালাপ্পুরাম জেলার অধীন তাভানুর, ভাট্টামকুলাম এবং ত্রিক্কানাপুরাম গ্রামে এস.টি.আই এবং এইডস প্রতিরোধ, এইচ.আই.ভি. সংক্রামিত ব্যক্তির অঙ্গ নিজের দেহে প্রতিস্থাপন প্রতিরোধ, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৪৮১জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে। ২৮শে হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত রিয়ারী জেলার অধীন মালপুরা, বুদানা এবং ধামলাকা গ্রামে এস.টি. ভি. এবং এইডস নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা, প্লেজমেন্ট এজেন্সীতে নিযুক্ত বিদেশিনীর কাজের জন্য দেশান্তরী করা এবং তাদের সেক্স ট্রেডে শিকারের হাত থেকে উদ্ধার ও পূর্ণবাসন সহায়তা, এইডস এর শিকার বৃদ্ধা যৌনকর্মীদের কর্ম-নিশ্চয়তা, স্ব-নির্ভর প্রকল্পের প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৯৫ জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে। ২৯শে মে ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত কোচবিহার জেলার অন্তর্গত মেঘপালা, গোবরাসারা এবং সিদ্ধেশ্বরী কোকিলাদেবী উচ্চ বিদ্যালয়ে এইচ.আই.ভি. এবং এইডস প্রতিরোধ, মানব শরীরে শ্বেত রক্ত কণিকা, ঘাড়ে, গলায়, কুঁচকিতে গ্লান্ড, বগলের নীচের গ্রন্থি সমূহে স্ফীতির দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৮২৭ জন গ্রামবাসী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই.ডি.আই.ও) মুখ্য সচিব শ্রী দেবাশীষ ঘোষ বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় উদ্বেগজনকভাব এইডসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতা শহরে ফ্লাইং সেক্স ওয়ার্কারদের নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। ধর্মতলার চত্বরে যৌনকর্মীরা খদ্দেরদের নিয়ে উঠে। কখনো ভি.আই.পি রোডের বিগবাজারে কিংবা বসিরহাটের মাটিয়া, বনগাঁতে মতিগঞ্জ, কখনো মধ্যমগ্রামের বসুনগরে খদ্দেরদের এন্টারটেইন-এর নাম করে যৌন ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। এইসব মহিলারা প্রায় প্রত্যেকেই আসে শহরতলী কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে, হয় কারো স্বামীরা একাধিক মহিলা আসক্ত, নয়তো স্বামীরা মদ্যপ, নয় পঙ্গু, কিংবা অকর্মণ্য। আবার স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা কিংবা পাচার চক্রে ঢুকে পড়েছে যৌন ব্যবসায় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং অসতর্কভাবে যৌন মিলনে আবদ্ধ হচ্ছে। ফলে এইডস এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং রাজ্যের প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যৌনকর্মী ও দালালদের সঙ্গে একটা বড় উৎকোচের বোঝাপড়া থাকে। ফলে উৎকোচের পরিমাণ কম হলে পুলিশ নাটকীয়ভাবে নিষিদ্ধপল্লী, হোটেল, ম্যাসাজ পার্লার, বিউটিপার্লার, রিসর্ট, নাইটক্লাব, টুরিস্ট লজে, যৌনকর্মী ও তাদের খদ্দেরদের গ্রেপ্তার ও উদ্ধার অভিযান চালিয়ে থাকে। প্রশাসন কড়া হাতে লাগাম না ধরলে এইডস প্রতিরোধ সম্ভব নয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই.ডি.আই.ও) মুখ্য সচিব দেবাশীষ ঘোষ, মিশনের সভাপতি মলি বাগ্চী, ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস- মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, কোচবিহার, , রবি রঞ্জন-অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন, কোচবিহার, শ্রীমতী ডাঃ ডালাকী লামা- সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, ডাঃ ইন্দ্রনীল সিংহরায়, ডাঃ অনিমেষ গুপ্ত, শ্রী সুব্রত পাল, শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দ মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী নিত্যব্রতানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

দাওয়াত الدعوة

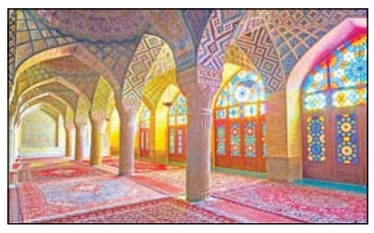



- কুরবানি সম্পর্কে কুরআনের দিকনির্দেশনা
- রাসুল সা. যেভাবে হাজিদের সেবা করতেন



- সম্পদ উপার্জনে তাড়াহুড়ো নয়
- কুরআনে বর্ণিত যে ১০ শ্রেণির পরকালে ভয় নেই



# কুরবানি সম্পর্কে কুরআনের দিকনির্দেশনা

বিশেষ প্রতিবেদন

পশু কুরবানির মাধ্যমে মানুষ মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহর প্রিয় হয় বা কাছাকাছি হয়। কুরবানি ইসলামের বিধান, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। কোরবান বা আজহাকে ইসলামি বিধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা পবিত্র ঈদুল আজহার উৎসবকালে আল্লাহ তাআলার জন্য পশু উৎসর্গের মাধ্যমে প্রতিপালন করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের আশায় নির্ধারিত দিনে ব্যক্তির পশু জবাই করা হলো- কুরবানি। শুধু আত্মত্যাগই নয় বরং মহান রবের সঙ্গে বান্দার ভালোবাসার অনন্য এক নিদর্শনও কুরবানি।

আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার মাধ্যম এ কুরবানি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারিমের একাধিক আয়াতে রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা।

**সেসব দিকনির্দেশনা কী?**

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘কিন্তু মনে রেখো! কুরবানির গোশত বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহ সচেতনতা। এই লক্ষ্যেই কুরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দিয়েছেন, সেজন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো। হে নবি! আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না’। (সূরা: হজ, আয়াত: ৩৭-৩৮)

**ইসলামে প্রথম কুরবানি**

কুরবানির ইতিহাস অতি প্রাচীন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে হাবিল-কাবিলের ঘটনাই তার প্রমাণ। ইসলামে প্রথম কুরবানি এটি। হাবিল প্রথম মানুষ, যিনি আল্লাহর জন্য একটি পশু কুরবানি করেন। ধর্মীয় বিবরণ থেকে জানা যায়, হাবিল একটি ভেড়া এবং তার ভাই কাবিল তার ফসলের কিছু অংশ স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।

**কুরবানি কবুলের নিদর্শন**

সে সময় আল্লাহর নির্ধারিত শরিয়ত বা পদ্ধতি ছিল এই যে, আকাশ থেকে আগুন নেমে আসবে এবং যার কুরবানি কবুল হবে তার জিনিস গ্রহণ করবে। অর্থাৎ অগুন সে জিনিসকে জালিয়ে ভস্ম করে দেবে। সেই অনুযায়ী, আকাশ থেকে নেমে আসা নেককার হাবিলের জবেহকৃত পশুটির কুরবানি গ্রহণ করে। অন্যদিকে কাবিলের ফসলস্বরূপ প্রদত্ত কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়।

**কুরবানির বিধান**

পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা ইসলামের নবি ও রাসূল, মুসলিম জাতির পিতা, ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লামকে স্বপ্নযোগে এ মর্মে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কুরবানি করার নির্দেশ দেন, ‘তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে কুরবানি করো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আদিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর জন্য ১০টি উট কুরবানি করেন। কিন্তু পুনরায় তিনি কুরবানি করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হন। তখন তিনি আবারো ১০০টি উট কুরবানি করেন। তারপরেও তিনি একই আদেশ পেয়ে ভাবলেন, আমার কাছে তো এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু হলো- পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম। এছাড়া আর কোনো প্রিয় বস্তু নেই। তখন তিনি ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানি করতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। যখন ইব্রাহিম তার পুত্রকে কুরবানি দেওয়ার জন্য গলায় ছুরি চালানোর চেষ্টা করেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন যে ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিবর্তে একটি প্রাণী কুরবানি হয়েছে এবং তার কোনো ক্ষতি হয়নি। ঐতিহাসিক এই ধর্মীয় ঘটনাকে স্মরণ করে সারাবিশ্বের মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতি বছর ঈদুল আজহা উৎসব পালন করে। ইসলামে হিজরি ক্যালেন্ডারের ১২তম চন্দ্রমাস জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কুরবানি করার সময় হিসেবে নির্ধারিত। এ দিনে বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি দেন। কুরবানি হলো- কারো কাছাকাছি হওয়া। ব্যাপক অর্থে আল্লাহর পথে শহিদ হওয়া। আবার ব্যক্তির সম্পদ, সময়, চেষ্টা, উদ্যম আল্লাহর বিধান মতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দেওয়াকেও আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি বলা হয়।পবিত্র কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় কুরবানি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ওঠে এসেছে। তাহলো-



(১) وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ۚ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِیْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًی مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْیَةٌ مِّنْ صِیَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ٝ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ۚ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلٰثَةِ اَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ یَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ

অর্থ: ‘আর হজ ও উমরা আল্লাহর জন্য পূর্ণ কর। এরপর যদি তোমরা আটকে পড় তবে যে পশু সহজ হবে (তা জবেহ কর)। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুন্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে তবে রোজা কিংবা সদাকা অথবা পশু জবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দেবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি ওমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, তবে যে পশু সহজ হবে, তা জবেহ করবে। কিন্তু যে তা পাবে না তাকে হজে ৩ দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন ৭ দিন রোজা পালন করবে। এই হলো পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর’। (সূরা: বাকারা, আয়াত ১৯৬)

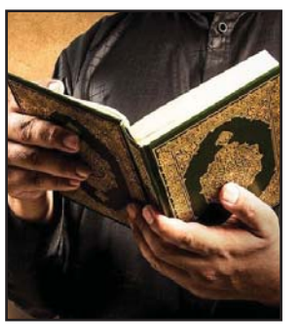

(২) وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ ابْنَیْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ

অর্থ: ‘আর তুমি তাদের কাছে আদমের ২ ছেলের (হাবিল-কাবিল) সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানি পেশ করলো। এরপর তাদের একজন থেকে (কুরবানি) গ্রহণ করা হলো আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হলো না। সে বললো, ‘অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো’। অন্যজন বলল, ‘আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের থেকে (কুরবানি) গ্রহণ করেন’। (সূরা: মায়েদা, আয়াত ২৭)

(৩) قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - لَا شَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

অর্থ: ‘বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সব সৃষ্টির রব’। ‘তার কোনো শরিক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম’। (সূরা: আনআম, আয়াত: ১৬২-১৬৩)

(৪) وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّیَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِیْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِیْنَ- الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِیْنَ عَلٰی مَاۤ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِیْمِی الصَّلٰوةِ ۙ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ

অর্থ: ‘প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যেসব জন্তু তিনি রিজিক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তারই কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে’। (সূরা: হজ, আয়াত: ৩৪-৩৫)

(৫) وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِیْهَا خَیْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অর্থ: ‘আর কুরবানির উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়- তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলোকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর’। (সূরা: হজ, আয়াত: ৩৬)

(৬) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیْۤ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ

অর্থ: ‘এরপর যখন সে তার (ইব্রাহিম) সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছলো, তখন সে বললো, ‘হে প্রিয় ছেলে! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ (কোরবানি) করছি, অতএব দেখ (এতে) তোমার কী অভিমত’; সে (ইসমাঈল) বললো, ‘হে আমার বাবা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ! আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন’। (সূরা: আস-সাফফাত, আয়াত: আয়াত.১০২)

(৭) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِیْنُ - وَ فَدَیْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِیْمٍ - وَ تَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ - سَلٰمٌ عَلٰۤی اِبْرٰهِیْمَ - كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ

অর্থ: ‘নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা’। আর আমি এক মহান জবেহের (কুরবানির) বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম। আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ইব্রাহিমের প্রতি সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি’। (সূরা: আস-সাফফাত, আয়াত: ১০৬-১১০)

(৮) لَنْ یَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ یَّنَالُهُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِیْنَ - اِنَّ اللّٰهَ یُدٰفِعُ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

অর্থ:‘কিন্তু মনে রেখো! কুরবানির গোশত বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহ সচেতনতা। এই লক্ষ্যেই কুরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দিয়েছেন, সেজন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো। হে নবি! আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না’। (সূরা: হজ, আয়াত: ৩৭-৩৮)

(৯) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ

অর্থ: ‘অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যেই নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন’। (সূরা: কাউছার, আয়াত: ২)

ফলে কুরবানি মুসলমানদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিধানে পরিণত হলো। প্রতি বছর হিজরি ১২তম বছরের ১০ তারিখ সকাল থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর জন্য পশু জবাই করার মাধ্যমে এ বিধান পালন করতে হয়। আর এই ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত হয় মহান রবের সন্তুষ্টি।

# মুসলিম মিল্লাত ও মক্কার বিকাশে ইব্রাহিম আ.

মো. আলী এরশাদ

হজ ও হজরত ইব্রাহিম আ.-এর স্মৃতিবাহী ঘটনা পরস্পর সম্পৃক্ত। পবিত্র কুরআনে হজরত ইব্রাহিম আ.-এর নাম ২৫টি সুরায় ৬৯ বার উল্লেখ রয়েছে। হজরত ইব্রাহিম আ. তার পুত্র ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ‘স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবার ভিতগুলো ওঠাচ্ছিল…’ (সুরা বাকারা, আয়াত :১২৭)।

হজরত ইব্রাহিম আ. মানবজাতির জন্য বায়তুল্লাহে পবিত্র হজের প্রচলন করেন। ইব্রাহিম আ.-কে আবুল আম্বিয়া বা নবিদের পিতা বলা হয়। তিনিই মুসলিম মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা–‘… (এটি) তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাত। তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম’ (সুরা হজ, আয়াত : ৭৮)।

পবিত্র হজ, ওমরা পালিত হয় মক্কার মসজিদুল হারামকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীর মধ্যস্থলে পবিত্র কাবাশরিফের অবস্থান এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সুপ্রাচীন ঘর। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটিই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কা নগরীতে অবস্থিত’ (সুরা আল ইমরান, আয়াত :৯৬)।

পবিত্র কুরআনের ছয় নম্বর সুরা, সুরা আনআমের ৯২ নম্বর আয়াতে পবিত্র মক্কা নগরীকে ‘উম্মুল কুরা’ বা আদি জনপদ বলা হয়েছে। মক্কা নগরীর বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে : ১. মক্কা (সুরা ফাতহ্ ২৪) ২. বাক্কা (সুরা আল ইমরান ৯৬) ৩. উম্মুল কুরা (সুরা আনআম ৯২, সুরা ০৭) ও বালাদুল আমিন (সুরা ত্বিন ০৩)। পবিত্র কাবাকে কেন্দ্র করেই মানবসভ্যতার বিস্তৃতি ঘটে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুভব : ‘দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে/ বেহুঁশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে…’।

প্রতিদিন কাবাঘরের ওপর মহান আল্লাহর ১২০টি বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়– ৬০টি তাওয়াফকারীর ওপর, ৪০টি নফল নামাজ আদায়কারীর ওপর এবং ২০টি যে কাবাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার ওপর।

হজ ও ইব্রাহিম নামে দুটি সুরা রয়েছে এবং হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সুরায়। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে হজরত ইব্রাহিম আ. দুনিয়ায় তার বংশধর রেখে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মহান আল্লাহর দরবারে আকুতি জানালেন, ‘রাব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন’, অর্থাত্ ‘হে আমার প্রতিপালক! সত্কর্মশীলদের মধ্য থেকে আমাকে (পুত্র সন্তান) দান করুন’ (সুরা সাফফাত, আয়াত :১০০)।

পবিত্র হজ ও ইব্রাহিম আ. প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘স্মরণ করো, যখন আমি ইব্রাহিমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না… মানুষের কাছে হজের ঘোষণা দাও; তারা আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূরপথ পাড়ি দিয়ে… এবং প্রাচীন ঘরের (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করে’ (সুরা হজ, আয়াত :২৬- ২৯)।

হজরত ইব্রাহিম আ. মুসলিম জাতির সুখ লাভ, দুঃখ লাঘবে, খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা, সন্তানসন্ততি ইত্যাদির জন্য অসংখ্যবার দোয়া করেছিলেন। দোয়াগুলোর উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন সুরায়, যেমন– রিজিক, আবাসন : রাব্বিজ জাআল হাজাল বালাদান আমিনাও ওয়ারযুক্ আহলাহু মিনাছামারাত… অর্থাত্ ‘হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে নিরাপদ শহর করিও, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান আনে, তাহাদেরকে ফলমূল হইতে জীবিকা প্রদান করিও…’ (সুরা বাকারা, আয়াত :১২৬)।

নামাজ প্রতিষ্ঠা, বংশধরদের কল্যাণ রাব্বিজজ আলনি মুক্বিমাস সালাতি ওয়া মিন জুররিইї? য়্যাতি রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল দুআয়ি। রাব্বানাগফিরলি ওয়ালিওয়ালে দাইয়্যা ওয়ালিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব। অর্থাত্ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার বংশধরদের নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানাও; হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল করো। হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করো’ (সুরা ইব্রাহিম, আয়াত :৪০, ৪১)।

# রাসূল সা. যেভাবে হাজিদের সেবা করতেন

ইবরাহিম সুলতান

হাজিদের সেবা করার সুযোগ পাওয়া বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ হাদিসের ভাষ্য মতে, হাজিরা মহান আল্লাহর মেহমান। আল্লাহর নবী সা. বলেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এবং হজ ও ওমরাহ আদায়কারী–এঁরা আল্লাহর ওয়াফদ (মেহমান)। আল্লাহ তাঁদের ডেকেছেন আর তাঁরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

তাঁরা আল্লাহর কাছে চেয়েছেন আর আল্লাহ তাঁদের দিয়েছেন।’ (ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৪৬১৩)

এ ছাড়া তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে প্রেরিত প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সা. বলেন, হাজিরা আল্লাহর মেহমান। এবং নিজের ‘সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি’। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ১২৬৫৯)

সাধারণত পরিভাষায় ‘ওয়াফদ’ বলা হয় সরকারি মেহমানকে। দেশের সরকার যত বড় পর্যায়ের হবে, মেহমানের মর্যাদাও তত বেশি হবে। এরপর তিনি যদি সরকারের পক্ষ থেকে দাওয়াতপ্রাপ্ত হন তাহলে বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্ব বহন করবে।

যেহেতু হাজিরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ আল্লাহর মেহমান এবং নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই তাঁদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করা উচিত, বিশেষ করে হজ এজেন্সির মালিক ও প্রতিনিধিরা নিজেদেরকে তাঁদের সেবায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতার পরিচয় দেবেন।

আল্লাহর রাসূল সা.-ও হজের সময় হাজিদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, ‘অতঃপর নবীজি সা. জমজমের কাছে এলেন। দেখলেন, লোকেরা হাজিদের জমজমের পানি করানোর খিদমতে নিয়োজিত। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের কাজে ব্যস্ত থাকো। কারণ তোমরা ভালো কাজের মধ্যে রয়েছ।

যদি এ কাজে আমার উপস্থিতির কারণে লোকদের ভিড় বেড়ে গিয়ে তোমাদের কাজে ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কা না হতো, তাহলে আমি কূপ থেকে পানি তোলার রশি এখানে চড়িয়ে নিতাম, অর্থাৎ নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিতাম।’ (বুখারি, হাদিস : ১৬৩৫)

হাজিদের খিদমতে সাধ্য অনুযায়ী খরচ করা বা তাঁদের সেবায় নিয়োজিত থাকা—নবীজির এই সুন্নাহ পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীদের মধ্যেও ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর ঘটনা। সুলাইমান ইবনে রাবি (রহ.) থেকে বলেন, আমি বসরার এক কাফেলার সঙ্গে হজের সফরে ছিলাম। হজের পরে আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে রওনা করলাম। হঠাৎ আমরা উটের এক বিশাল বহর দেখতে পেলাম। এক শত উট যাত্রীবাহী ও দুই শত উট মালবাহী। আমরা লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম এ বহরটি কার? তারা বলল, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর বহর। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, পুরোটিই কি তিনি নিয়ে এসেছেন। তারা বলল হ্যাঁ, পুরোটাই তাঁর।

আমরা প্রশ্ন করলাম, একজন বিনয়ী ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী ব্যক্তি হয়েও তিনি কিভাবে এই বিলাসী বহর নিয়ে এলেন? তারা বলল, আপত্তি কেন করছেন? যাত্রীবাহী উটগুলো তিনি তাঁর দ্বিনি ভাই ও পাড়া-প্রতিবেশী হাজিদের যাতায়াতের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। আর মালবাহী উটগুলো দূর-দূরান্ত থেকে আসা হজযাত্রী ও মেহমানদের আহার ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাপনার জন্য রেখেছেন। বিষয়টি শুনে আমরা খুবই বিস্মিত হলাম। তারা বলল, আশ্চর্যের কিছু নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ধনী ও সম্পদশালী লোক। তিনি তো মনে করেন, তাঁর কাছে আসা সব হাজির মেহমানদারি করা তাঁর দায়িত্ব। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোথায় আছেন? তারা বলল, মসজিদে হারামে অবস্থান করছেন। আমরা তাঁকে খুঁজতে বের হয়ে দেখি, তিনি কাবাঘরের পেছনে পাগড়ি ও দুটি চাদর পরে সাধারণ মানুষের মতো বসে আছেন। গায়ে কোনো জামা পর্যন্ত নেই। বাঁ দিকে জুতাটি ঝুলিয়ে রেখেছেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমাদের আরো ভুল ভাঙল। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৪/৫৭৭)

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন হজের সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর এলাকা মার্ভের বাসিন্দাদের একত্র করে বলতেন, ‘তোমাদের কে কে এবার হজে যাবে?’ যারা হজে যাওয়ার কথা জানাত তাদের থেকে তাদের হজের খরচাদি বাবদ জমা অর্থ নিজের কাছে নিয়ে নিতেন। সেগুলো একটি সিন্দুকে রেখে সিন্দুক তালা দিয়ে দিতেন। অতঃপর নিজ খরচে এলাকার সব হজযাত্রীকে নিয়ে হজের উদ্দেশে বের হতেন। সফরে মুক্তহস্তে উদারচিত্তে তাদের পেছনে খরচ করতেন। উন্নত মানের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। মক্কা থেকে বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা কিনে দিতেন। এলাকায় ফিরে একটি দাওয়াতের আয়োজন করতেন। এরপর সিন্দুক খুলে প্রত্যেকের জমানো টাকা যার যার কাছে ফিরিয়ে দিতেন। (তারিখে বাগদাদ : ১/১৫৮)

# নাপোলির কোচ হয়ে ডাগআউটে ফিরছেন কন্তে

**আপনজন ডেস্ক:** আন্তোনি কন্তেকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে নাপোলি। এর ফলে এক বছরের মধ্যে পঞ্চম কোচ হিসেবে নাপোলির ডাগআউটে দাঁড়াবেন কন্তে। নাপোলির সঙ্গে কন্তের চুক্তি তিন বছরের। ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ইতালিয়ান এই কোচকে মৌসুমে ৬০ লাখ ইউরো বেতন দেবে নাপোলি। সঙ্গে থাকছে বোনাসও।
নাপোলির কোচ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় কন্তে বলেছেন, 'বৈশ্বিকভাবে নাপোলি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। এই ক্লাবের ডাগআউটে বসার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত। আমি নিশ্চিতভাবে একটি প্রতিজ্ঞা করতে পারি, দল ও ক্লাবের উন্নতির জন্য আমি সর্বোচ্চটুকু উজাড় করে দেব।'
তবে কোচ বদলের সংস্কৃতি অভ্যস্ত হয়ে পড়া নাপোলিতে কন্তে দীর্ঘ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না, সে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক কোচ বদল করার কারণে ক্লাবটিতে তৈরি হয়েছে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। ২০২৩ সালের ৩০ জুন দলকে তিন দশক পর শিরোপা এনে দেওয়া কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি নাপোলি ছেড়ে যান। এরপর গত এক বছরে নাপোলির ডাগআউট থেকে বিদায় নিয়েছেন আরও তিন কোচ। যার প্রভাব পড়েছেন দলের পারফরম্যান্সেও। সিরি 'আ'তে পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বরে শেষ করেছে আগের মৌসুমের চ্যাম্পিয়নরা।
স্পালেত্তির জায়গা দায়িত্ব নিয়ে সাড়ে চার মাসের বেশি স্থায়ী হতে পারেননি রুডি গার্সিয়া। প্রথম ১২ ম্যাচে মাত্র ২১ পয়েন্ট পাওয়ায় জায়গা হারাতে হয় তাঁকে।
গার্সিয়ার জায়গায় নাপোলির কোচ হন ওয়াল্টার মাজ্জারি। তবে তিন মাসের বেশি স্থায়ী হতে পারেননি তিনিও। পারফরম্যান্সের দিক থেকে তাঁর অবস্থা ছিল গার্সিয়ার চেয়েও শোচনীয়। প্রথম ১২ ম্যাচে তিনি দলকে এনে দেন মাত্র ১৫ পয়েন্ট।
যার ফলস্বরূপ পদ ছাড়তে হয় তাঁকেও। নাপোলির আগে সিরি 'আ' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঠিক পরের মৌসুমে কোনো ক্লাব এর আগে দুবার কোচ পাল্টায়নি। মাজ্জারির বিদায়ের পর নাপোলির হয়ে বাকি মৌসুমে দায়িত্ব পালন করেন ফ্রান্সিসকো কালজোনা। আর এবার স্থায়ীভাবে এলেন কন্তে।
ইতালি ও ইংল্যান্ডে লিগ জেতা কন্তে সর্বশেষ কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন টটেনহামে। গত বছরের মার্চে স্পার্সদের কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হন ৫৪ বছর বয়সী এই কোচ। এরপর তাঁর একাধিক ক্লাবে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা যায়। যদিও শেষ পর্যন্ত কোনো গুঞ্জনই সত্যি হয়নি। শেষ পর্যন্ত নাপোলির দায়িত্ব নিয়ে আবার ডাগআউটে ফিরছেন কন্তে।

# বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, স্কটল্যান্ডের সঙ্গেও বদলায়নি ইংল্যান্ডের না জেতার রেকর্ড

**আপনজন ডেস্ক:** টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো ইউরোপিয়ান দেশের বিপক্ষে এর আগে জেতেনি ইংল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডসের পর এবার তাদের প্রতিপক্ষ ছিল স্কটল্যান্ড। প্রতিবেশীদের বিপক্ষে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছিল। তবে ইংল্যান্ডের সেই না জেতার রেকর্ড বদলাল না এ ম্যাচেও। সেটি অবশ্য ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়াতে। অবশ্য যে ১০ ওভার ব্যাটিং করতে পেরেছে স্কটল্যান্ড, তাতে ইংল্যান্ডকে বড় চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিয়েছিল তারা। বিনা উইকেটেই স্কটিশরা তোলে ৯০ রান। ৩০ বলে ৪৫ রানে অপরাজিত থাকেন মাইকেল জোনস, আরেক ওপেনার জর্জ মানসি ৩১ বলে করেন ৪১ রান। দুজনই মারেন ৪টি করে চার ও ২টি করে ছক্কা। ইংল্যান্ডের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল ১০ ওভারে ১০৯ রান, যেটি তাড়া করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই জানিয়েছেন জস বাটলার। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইনিংসের শেষ দিকে আবার নামে বৃষ্টি। সে বৃষ্টির তোপ বাড়ে একটু পর, যাতে আর খেলা শুরুই হতে পারেনি। এ ম্যাচের জন্য অতিরিক্ত দেড় ঘণ্টা সময় ছিল, কিন্তু সে সব ব্যবহৃত হয়েছিল আগেই। রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকলেও তাই নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে কেনসিংটন ওভালের দর্শকদের। আর স্কটল্যান্ড অধিনায়ক রিচি বেরিংটন পরে বলেছেন, হতাশ হলেও এ ম্যাচে কিছু ইতিবাচক দিক আছে তাঁদের জন্য। জয়ের বড় সুযোগও স্বাভাবিকভাবেই দেখেছিলেন তাঁরা। বিশ্বকাপের ম্যাচটি বার্বাডোজে, কিন্তু সেখানেও যেন হাজির ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের পরিচিত আবহাওয়াই। শুরুতেই ম্যাচ পিছিয়ে যায় ৫৫ মিনিট। টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সময় স্কটল্যান্ড অধিনায়ক রিচি বেরিংটন বলেছিলেন, উইকেট শুষ্ক থাকার কারণে এমন সিদ্ধান্ত তাঁর। তবে পুরো দিনই ছিল বৃষ্টিতে সিক্ত। দুই গতি তারকা জফরা আর্চার ও মার্ক উডকে নিয়ে নামে ইংল্যান্ড। উইকেট না পেলেও দুজনের শুরুটা ছিল আঁটসাঁট, অবশ্য নো বল না করলে মানসির উইকেট পেতে পারতেন উড। ৬.২ ওভার পর আবার নামা বৃষ্টিতে বন্ধ থাকে প্রায় দুই ঘণ্টা। ম্যাচ নেমে আসে ১০ ওভারে।
বৃষ্টির পর আবার খেলা শুরু হলে প্রতি বোলার করতে পারতেন ২ ওভার করে, যে কোটা আগেই পূর্ণ হয়ে যাওয়াতে আর আসতে পারেননি উড কিংবা আর্চার। আদিল রশিদের প্রথম ওভারেই জোনস ও মানসি তোলেন ১৮ রান, শেষ ওভারে অবশ্য এ লেগ স্পিনার দেন ৮ রান। প্রথম ওভারে ১৫ রান দেওয়া ক্রিস জর্ডান পরেরটিতে দেন ৯ রান। সে সবের প্রভাব কী—সেটি জানার সুযোগই পাওয়া যায়নি আর।

# শুধুই সেরা খেলোয়াড়, নাকি ভারতের হয়ে শিরোপাও—এবার কোন কোহলি

**আপনজন ডেস্ক:** ২০২২ সালে মেলবোর্নে হারিস রউফের বলে মারা সেই শটটি বিরাট কোহলির টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারেরই সেরা কি না, এমন আলোচনা উঠেছিল। লেংথ বলে রউফের মাথার ওপর দিয়ে তুলে মারা ছক্কার কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছিলেন ধারাভাষ্যে থাকা হার্শা ভোগলে, 'কোহলি গোজ ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, কোহলি গোজ আউট অব দ্য গ্রাউন্ড।' অস্ট্রেলিয়ার এসইএন রেডিওর জেরার্ড হোয়েটেলির বলা 'শট অব অ্যান এম্পেরর (সম্রাটের শট)' কথাটাও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয়নি।
এমসিজিতে ৯০ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের শেষ ২ ওভারেও দরকার ছিল ৩১ রান। রউফের করা ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে মারা কোহলির ছক্কার পর শেষ বলে এল আরেকটি। ম্যাচের শেষ বলে ভারতের জয়ের পর কোহলির উদ্‌যাপনও ছিল দেখার মতোই। ১৬০ রানের লক্ষ্যে ৩১ রানেই ৪ উইকেট হারানোর পর কোহলির ৫৩ বলে ৮২ রানের ইনিংস এনে দিয়েছিল স্মরণীয় এক জয়। শেষ দিকের নাটক, এমসিজির আবহ—টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেরই স্মরণীয় এক ম্যাচ হয়ে আছে সেটি। আর তাতে নায়ক কোহলি।
ম্যাচটি ছিল গ্রুপ পর্বের, ভারত ও পাকিস্তান দুই দলেরই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ। ভারতের কাছে হারে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের কিছু যায় আসেনি, শেষ পর্যন্ত ফাইনালে গেছে দলটা। আর সেমিফাইনালে গিয়েও কোহলি অর্ধশতক পান ঠিকই, কিন্তু ১০ উইকেটে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয় ভারতকে। কোহলির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ক্যারিয়ারের হাইলাইটস বলা যায় এটিকেই। তিনি স্মরণীয় ইনিংস খেলেছেন, স্মরণীয় টুর্নামেন্ট কাটিয়েছেন, দলটি ভারত বলে অনেক সময় সেসবের প্রচারও হয়েছে অনেক।

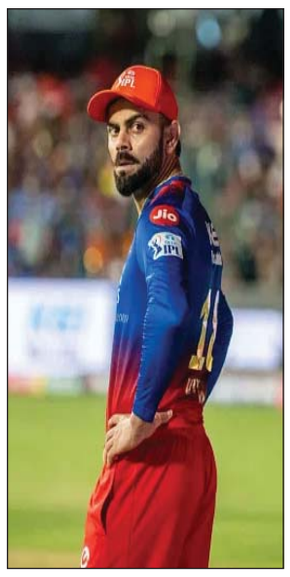

কিন্তু শিরোপার আক্ষেপ থেকেই গেছে তাঁর।
২০১২ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছিলেন কোহলি। এখন পর্যন্ত ভারতের হয়ে সেমিফাইনাল খেলেছেন ৩টি, ফাইনাল ১টি। বিশ্বকাপে একাধিকবার (২০১৪ ও ২০১৬) টুর্নামেন্ট-সেরা হওয়ার কীর্তিও তাঁরই। অথচ ২০১৪ সালে মিরপুরের ফাইনালে হেরেছিল ভারত, পরেরবার দেশের মাটিতে থামতে হয়েছিল সেমিফাইনালেই। এবার কি শিরোপার আক্ষেপটা ঘুচবে তাঁর?
যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েস্ট ইন্ডিজে এবারের বিশ্বকাপে অবশ্য কোহলির খেলাই নিশ্চিত ছিল না। গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের ওই ম্যাচের পর লম্বা একটা সময় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে দূরে ছিলেন, এখনকার অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে এ সংস্করণে তাঁর ভবিষ্যৎ তখন পড়ে গিয়েছিল সংশয়ে। তবে এ বছরের শুরুতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে ফেরার পর নিশ্চিত হয় কোহলি ভারতের বিশ্বকাপ-পরিকল্পনায় আছেন। আইপিএলে দারুণ একটা সময় পার করে বিশ্বকাপ খেলতে গেছেন কোহলি। আবারও হয়েছেন ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, তবে সেখানেও বেঙ্গালুরুর শিরোপার আক্ষেপ ঘোচেনি। শুরুতে কোহলির স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনা হলেও লিগ শেষে সেটি বেশ স্বাস্থ্যকর—১৫৪.৬৯।
যুক্তরাষ্ট্রে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সবার শেষে, খেলেননি বাংলাদেশের বিপক্ষে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচেও। তবে সে ম্যাচেও যশস্বী জয়সোয়ালের না খেলা ইঙ্গিত দিয়েছে, এবার ভারতের ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গে দেখা যেতে পারে কোহলিকেই।
আইপিএলে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই এ ভূমিকায় খেলছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও কোহলির জন্য ওপেনিংয়ে খেলা নতুন নয়, তবে যে ৫ বার ওপেন করেছেন তার শেষটিও ২০১৭ সালের ঘটনা। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে চাপের মুখে ভারতের জড়সড় ব্যাটিং নিয়ে আলোচনাটা পুরোনো। ২০১৩ সালের পর আইসিসির কোনো টুর্নামেন্টে ভারতের শিরোপা না জেতার অন্যতম কারণও মনে করা হয় সেটিকে। কোহলির সামনে সেই ছবিটা মুছে সাফল্যের ছবি আঁকার চ্যালেঞ্জ। ইনস্টাগ্রামে কোহলির অনুসারী এখন ২৬ কোটি ৯০ লাখের মতো, খেলোয়াড়দের মধ্যে এ ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে এগিয়ে শুধু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি। সেটিকে মানদণ্ড ধরলেও এ প্রজন্মে ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা তিনি। ২০১১ সালে ভারতের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন, তবে তখনো কোহলি এখনকার কোহলি হয়ে ওঠেননি। বয়স ৩৫ পেরিয়ে গেছে, হয়তো এটিই হতে যাচ্ছে তাঁর শেষ বিশ্বকাপ।
প্রশ্ন হচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলি কি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন রউফের বলে মারা ওই শটটার কারণেই? নাকি এবার তাঁর সাফল্যের মুকুটেও কিছু যুক্ত হবে?

# ভারত: অপেক্ষা ফুরাবে কি এবার

**আপনজন ডেস্ক:** টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যায়, কিন্তু ভারতের সামনে এই একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। ২০০৭ সালে অনভিজ্ঞ এক দল নিয়েই প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়া দলটি এরপর টানা ৭টি বিশ্বকাপ থেকে ফিরেছে খালি হাতে। অথচ প্রতিবারই শুরু করেছে অন্যতম ফেবারিট হিসেবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও তাই ভারতের জন্য পুরোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারই মঞ্চ।
সেই উত্তর মেলাতে ভারত ভরসা রেখেছে অভিজ্ঞদের ওপরই। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালে হারের পর ২০২৩ সালে ভারতের হয়ে কোনো টি-টোয়েন্টি খেলেননি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। রোহিতের অনুপস্থিতিতে ভারতকে বেশির ভাগ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। পান্ডিয়ার নেতৃত্বে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তরুণদের ওপর ভরসা রাখবে ভারত—এমন একটা গুঞ্জন চলেছে অনেক দিন। তবে শেষ পর্যন্ত ভারত ভরসা রেখেছে সেই রোহিত-কোহলিতেই। শুবমান গিল নন, রোহিতের ওপেনিং সঙ্গী হিসেবে বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েছেন যশস্বী জয়সোয়াল। ওপেনিং জুটিতে রোহিতের সঙ্গে ডানহাতি ও বাঁহাতি সমন্বয় করতেই সম্ভবত জয়সোয়ালকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। ভারতের টপ অর্ডারের অন্য ব্যাটসম্যান যথারীতি কোহলি। চার নম্বরে আছেন আইসিসি টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদেরা রয়াঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানে থাকা সূর্যকুমার যাদব। বাড়তি কৌতূহল থাকবে ঋষভ পন্তকে নিয়ে। গাড়ি দুর্ঘটনায় ১৫ মাস মাঠের বাইরে থাকা পন্ত আইপিএলে ফিরে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। সেই পারফরম্যান্সই জায়গা করে দিয়েছে বিশ্বকাপ দলে। দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে লোকেশ রাহুলকে পেছনে ফেলে দলে ঢুকেছেন সঞ্জু স্যামসন। মিডল অর্ডারে আরও আছেন অলরাউন্ডার শিবম দুবে ও হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজের দিনে ভয়ংকর হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে। তবে পান্ডিয়ার ফর্মে না থাকা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তা থাকাই স্বাভাবিক। এবারের আইপিএলে নিজে তো পারফর্ম করতে পারেননি, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকেও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। পুরো আইপিএলে হয়েছেন ট্রলের শিকার।
সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা না পাওয়া স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালকে ফেরানো হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। মূলত বিশ্বকাপে স্পিন-সহায়ক উইকেট হতে পারে—সেটা মাথায় রেখেই একজন বাড়তি স্পিনার নিয়েছে ভারত। স্কোয়াডে আছেন আরও তিন স্পিনার—বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব, বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল। সব দিক থেকেই স্পিন আক্রমণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। সঙ্গে জাদেজা ও অক্ষর অলরাউন্ডার হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের ভরসার জায়গা।
তবে ভারতকে ভোগাতে পারে তাদের পেস আক্রমণ। স্কোয়াডে বিশেষজ্ঞ পেসার তিনজন—যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং। সিম বোলিংয়ে তাঁদের সঙ্গ দেবেন দুবে ও পান্ডিয়া। অন্য পেসাররা বুমরাকে কতটা সঙ্গ দিতে পারবেন, সেটা একটা প্রশ্ন।
এমন প্রশ্ন সব দলকে নিয়েই করা যায়, যা পাশে সরিয়ে রাখলে ভারত ভারসাম্যপূর্ণ একটি দল। তবে দিন শেষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পারফর্ম করাই বড় কথা, যেটা ভারত বিশ্বকাপের পর বিশ্বকাপ ধরে করতে পারছে না। তাই ঘুরেফিরে সে প্রশ্নই উঠছে, ভারত এবার পারবে তো!

**স্কোয়াড**
**রোহিত শর্মা**
অধিনায়ক, ব্যাটসম্যান
**বিরাট কোহলি**
ব্যাটসম্যান
**হার্দিক পান্ডিয়া**
অলরাউন্ডার
**যশস্বী জয়সোয়াল**
ব্যাটসম্যান
**সূর্যকুমার যাদব**
ব্যাটসম্যান
**ঋষভ পন্ত**
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
**সঞ্জু স্যামসন**
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
**শিবম দুবে**
অলরাউন্ডার
**রবীন্দ্র জাদেজা**
অলরাউন্ডার
**অক্ষর প্যাটেল**
বাঁহাতি স্পিনার
**কুলদীপ যাদব**
বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার
**যুজবেন্দ্র চাহাল**
লেগ স্পিনার
**অর্শদীপ সিং**
বাঁহাতি পেসার
**যশপ্রীত বুমরা**
পেসার
**মোহাম্মদ সিরাজ**
পেসার

# ৯ হাজার গোল করেছেন ৮২ বছরের এই ব্রাজিলিয়ান

**আপনজন ডেস্ক:** ১ হাজার গোলের মাইলফলক ছোঁয়া ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জনগুলোর মধ্যে একটি। পেলে, রোমারিও, তুলিও মারাভিলিয়া... খুব কম ফুটবলারই ক্যারিয়ারে হাজার গোল করতে পেরেছেন। তবে যদি বলা হয় এই পৃথিবীতে এখনো একজন জীবিত আছেন, যিনি তাঁর ক্যারিয়ারে ৯ হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এবং এখনো খেলে যাচ্ছেন, তাহলে অবিশ্বাসের ঘোর লেগে যাওয়াই স্বাভাবিক। বিশ্বাস করুন বা না করুন, এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ইপিটিভি। চ্যানেলটি ব্রাজিলের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম ও গ্লোবোর মালিকানাধীন।
৯ হাজার গোল করা এই ফুটবলারের নাম সিও গেরালদো কস্তা। ৮২ বছর বয়সী এই ভদ্রলোক থাকেন ব্রাজিলের বৃহত্তর শহর সাও পাওলোর পৌর এলাকা ভালিনিওসে। ইপিটিভি সম্প্রতি তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছে। সাক্ষাৎকারের চুম্বকাংশ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ও গ্লোবো। প্রতিবেদনের শুরুতেই তারা গেরালদোকে নিয়ে লিখেছে, 'বয়স ৮২ বছর। ক্যারিয়ারে ৯ হাজার গোল করেছেন। খুব সম্ভবত তিনিই বিশ্বের সেরা সক্রিয় গোলদাতা।' সত্যি কি তা-ই? প্রশ্নটা গেরালদোকে করা হলে তিনি রসিকতা করে বলেন, 'আমি একজন ঘাতক। আমি এমন একজন, যে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়।'
বুঝতেই পারছেন, গেরালদো যে ৯ হাজার গোল করেছেন, তা পেশাদার বা স্বীকৃত কোনো ফুটবল প্রতিযোগিতায় নয়। বন্ধু, সহকর্মী ও স্থানীয়দের সঙ্গে খেলে তিনি এ 'রেকর্ড' গড়েছেন।
সে যা-ই হোক, গোল তো গোলই। গেরালদোর এই গোল করা এবং তা টুকে রাখার 'ভূত মাথায় চাপে' ২০০২ সালে, তখন তাঁর বয়স ৬০ বছর। এক সহকর্মীর রসিকতা করে বলা কথাটাই গুরুত্বসহকারে নেন।
গেরালদোর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল পেলের ১২৮৩ গোল ছাড়িয়ে যাওয়া। তিনি এই অভিযানকে এতটাই গুরুত্বসহকারে নেন যে নোটবই সংগ্রহ করে গোলসংখ্যা টুকে রাখতে শুরু করেন। সম্প্রতি সেগুলো কম্পিউটারে (মাইক্রোসফট স্প্রেডশিটে) আরও বিস্তারিতভাবে লিখে রেখেছেন। তাঁর কাছে এখন একেকটা গোল মানেই একেকটা নতুন রেকর্ড, '২০০২ সালের অক্টোবরে এক সহকর্মী এ ধারণা নিয়ে আমার কাছে আসে। আমি পেলের গোলসংখ্যাকে মাথায় নিয়ে খেলতে শুরু করি। আমি ঠিক করি, ২০১০ সালের মধ্যে আমাকে ১০০২ গোল করতে হবে। তাই খেলা শেষ হওয়ার পরপরই আমি গোলসংখ্যা গণনা করে রাখতে থাকি। আমি মাঠে এতটাই ধারাবাহিকতা দেখিয়েছি যে হাজার গোল (২০১০ সালের) অনেক আগেই করে ফেলেছি।' মাইলফলকগুলোকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি ৫০০ গোল পরপর স্মারক জার্সি উপহার পেয়েছেন গেরালদো। ৯ হাজার গোল করার পরও স্মারক জার্সি পেয়েছেন। সেটি পরেই ইপিটিভিকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। কীভাবে এতগুলো গোল করলেন—এ প্রশ্নে রসিক গেরালদোর উত্তর, 'গ্রুপের কয়েকজনকে পেলেই আমি সপ্তাহে পাঁচটি ম্যাচ খেলি। এই বয়সেও আমি এতটাই প্রাণবন্ত যে টানা দুই ঘণ্টা খেললেও ক্লান্ত হই না। শালীনতা বজায় রেখে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা আমাকে নিয়ে বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে (হাসি...)।'

# দ্রাবিড়কে বুঝিয়েও ব্যর্থ রোহিত

**আপনজন ডেস্ক:** ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলে রাহুল দ্রাবিড়ের সতীর্থ ছিলেন রোহিত শর্মা। আইপিএলে খেলেছেন বিপক্ষে। দ্রাবিড় অবসর নিয়ে ভারতের কোচ হওয়ার পর এখন তাঁর অধীনে খেলছেন রোহিত। অর্থাৎ, দ্রাবিড়কে খুব কাছ থেকেই দেখছেন ভারত অধিনায়ক। আর এই দেখার সুবাদেই দ্রাবিড়কে 'অনেক বড় একজন রোল মডেল' মনে করেন রোহিত। রোহিতের এই রোল মডেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষেই ভারত জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়বেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হবে। তার আগেই অবশ্য ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নতুন কোচ পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। গুঞ্জন চলছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে দ্রাবিড় সরে দাঁড়ানোর পর তাঁর জায়গা নিতে পারেন গৌতম গম্ভীর। এদিকে দ্রাবিড়ও জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের প্রধান কোচ পদে তিনি পুনরায় আবেদন করবেন না। এ ম্যাচের আগে সংবাদকর্মীদের রোহিত জানিয়েছেন, দ্রাবিড়কে থেকে যাওয়ার জন্য তাঁকে বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু ভারত অধিনায়ক তাতে সফল হননি, 'আমি তাঁকে থেকে যাওয়ার জন্য বুঝিয়েছি। কিন্তু অবশ্যই আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলো তাঁকে খেয়াল রাখতে হয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর সঙ্গে সময়টা উপভোগ করেছি। আমার মনে হয় দলের বাকিরাও একই কথা বলবে। তাঁর সঙ্গে কাজ করাটা ছিল দারুণ ব্যাপার।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**